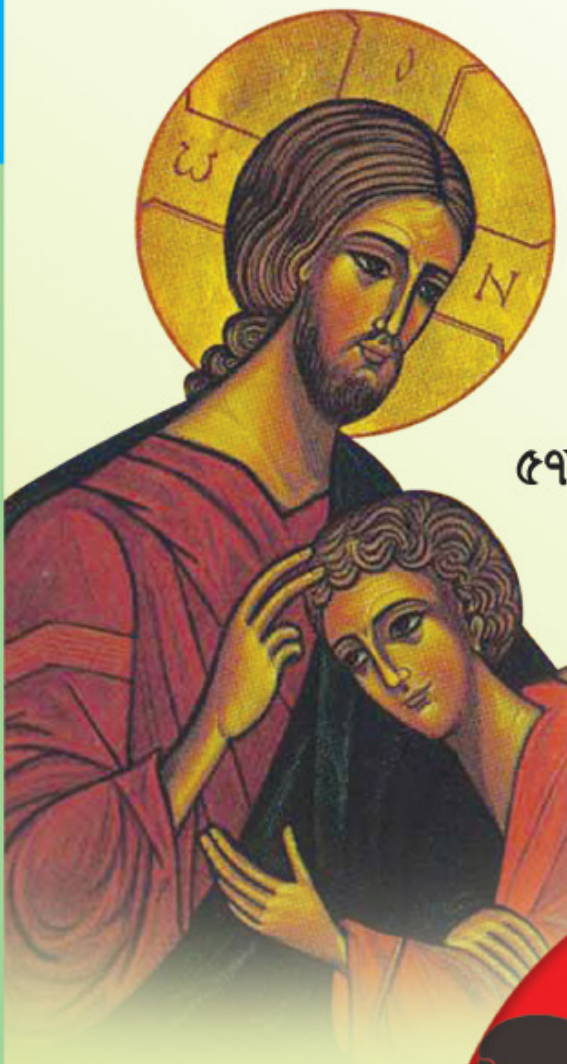

প্রভু যিশুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব

বিশ্ব যোগাযোগ দিবস

প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৭ ❖ ২১ - ২৭ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

৫৭তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবস উপলক্ষে পোপ মহোদয়ের বাণী

অন্তর দিয়ে বলা

ভালোবাসায় সত্যনিষ্ঠ

(এফেসীয় ৪:১৫)

কথা শুধু কথা নয়!

পারিবারিক আধ্যাত্মিকতায় জপমালা প্রার্থনার গুরুত্ব

বক্সনগর উপ-ধর্মপল্লীর প্রিয় প্রতিপালক মহান সাধু আন্তনীর পর্ব উদ্‌যাপন

বক্সনগর উপ-ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আগামী ১৩ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার বক্সনগর উপ-ধর্মপল্লীর প্রিয় প্রতিপালক মহান সাধু আন্তনীর পর্ব পালন করা হবে। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করবেন মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই।

উক্ত পর্বীয় খ্রিস্টযাগে আপনাদের সকলকে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। মহান সাধু আন্তনী আমাদের সবাইকে তাঁর আশীষ দানে ভূষিত করুন।

পর্বের শুভেচ্ছা দান ২০০০/- টাকা
খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ১৫০/- টাকা

অনুষ্ঠানসূচী

নভেনা খ্রিস্টযাগ : ৪ জুন - ১২ জুন, বিকাল ৪:৩০ মিনিট
পর্বীয় খ্রিস্টযাগ : ১৩ জুন, মঙ্গলবার
প্রথম খ্রিস্টযাগ : সকাল ৭ টা
দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগ : সকাল ৯:৩০ মিনিট

ধন্যবাদান্তে

ফাদার অমল খ্রীষ্টফার ডি'ক্রুজ
পাল-পুরোহিত
ফাদার রোনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা
সহকারী পাল-পুরোহিত
সিস্টারগণ এবং খ্রিস্টভক্তজনগণ

বিজ্ঞ/১৭১/২৩

২য় মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত মালতী কস্তা

জন্ম: ২৭ মে, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২১ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

"ওরা মহা ঘুমে ঘুমিয়েছে
ডাকিসনে রে আর".....

মাগো, তুমি আমাদের মাঝে নেই, দেখতে দেখতে দুইটি বছর হয়ে গেলো। এই বিশ্ব জগত সংসারে তোমার উপস্থিতিতে আমরা ছিলাম শান্তিতে, স্বস্তিতে ও তোমার স্নেহকোমল আশ্রয়ে। মা জীবন চলার পথে সর্বদাই আমরা তোমাকে স্মরণ করি, তোমার উপস্থিতি অনুভব করি। তুমি ছিলে আদর্শবান, কঠোর পরিশ্রমী, প্রার্থনাময়ী, অসীম ধৈর্যশীলা, সৌন্দর্য পিপাসু এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী এক অনন্য মা। নিজ হাতে তোমার মনের মত করে গড়েছো তোমার সন্তান-সন্তানিদের। মা আমরা তোমায় ভুলিনি, আর ভুলবোও না কোনদিন, যতদিন আছি এই ভবে। স্মরিবো তোমায় আমাদের নিত্য দিনের প্রার্থনায়। তুমি মা, স্বর্গধাম হতে আমাদের সকলকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ কর। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন পিতা ঈশ্বর তোমাকে তাঁর অনন্তধামে চিরসুখী করে।

৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত গাব্রিয়েল কস্তা

জন্ম: ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

তোমারই রেখে যাওয়া পরিবার

ছেলে ও ছেলের বউ: লিটন-আলো, মিল্টন-জুই, অসীম-সোনিয়া
মেয়ে ও মেয়ে জামাই: লিউনি-বেনড
নাতি-নাতনি: বিরাজ, ব্রেইজ, জুমিক, মৌ, মেঘা, বর্ণিতা, জয়ত্রী, গুনগুন ও গুঞ্জন
ফরিয়াখালি, তুমিলিয়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

বিজ্ঞ/১৬৫/২৩

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ১৭
২১ - ২৭ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
৭ - ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

অন্তর দিয়ে কথা বলা

যোগাযোগ ছাড়া মানব জীবন সচল থাকতে পারে না। যোগাযোগ যত যথার্থ ও বেশি হবে সম্পর্ক তত মধুর ও মজবুত হবে। যোগাযোগের পরিমণ্ডলে থেকে আমরা যোগাযোগের উপর তেমন গুরুত্ব দেইনা। তবে খ্রিস্টমণ্ডলী অনেক আগে থেকেই যোগাযোগের গুরুত্ব অনুভব করেছে এবং যোগাযোগ ধারণা বিস্তৃত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। বিশ্ব যোগাযোগ দিবস পালন তন্মধ্যে অন্যতম একটি উদ্যোগ। মাণ্ডলিক ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রভু যিশুর স্বর্গারোহণ মহাপর্বের দিন বিশ্ব যোগাযোগ দিবস পালন করা হয়। এ বছর ২১ মে তা পালিত হবে। যিশুর দেহধারণ ও স্বর্গারোহণের মধ্যদিয়ে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে তথা স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হল। মানুষে-মানুষে সে যোগাযোগ যেনো যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যোগাযোগ দিবসে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে পোপ ৬ষ্ঠ পল বিশ্ব যোগাযোগ দিবস পালন আনুষ্ঠানিকভাকে শুরু করেন। বিশ্ব যোগাযোগ দিবসে পোপ মহোদয়গণ তাদের বাণীর মধ্যদিয়ে যোগাযোগকারীদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ দান করেন। যাতে করে যোগাযোগকারীগণ সঠিক যোগাযোগ স্থাপনের মধ্যদিয়ে সকলের সাথে সু-সম্পর্ক সৃষ্টিতে উৎসাহিত ও উদ্যোগী হন। পোপ ফ্রান্সিস ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ৫৭তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবসের প্রতিপাদ্য রূপে বেছে নিয়েছেন - 'অন্তর দিয়ে কথা বলা' বিষয়টিকে।

কথা বলা ও শুনতে পারা একজন ব্যক্তির জন্য সৃষ্টিকর্তার এক বিশেষ দান। যারা কথা বলতে পারে না বা শুনতে পারেনা আমরা অনেকেই হয়তো তাদের কষ্ট ও অসহায়ত্ব দেখেছি। তাই কথা বলতে ও শুনতে পারা সক্ষম ব্যক্তিদের সর্বদা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হয়। ঈশ্বরের দানের সঠিক ব্যবহার করে আমাদেরকে কথা বলা ও শোনার মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে হয়। যারা তা করতে পারেন তারা অনুকরণীয় ও জনপ্রিয় ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। বিশেষভাবে যারা অন্তর দিয়ে কথা বলতে পারেন তারা সমাজে অনেক মঙ্গল কাজ সাধন করতে পারেন। তাই আমাদের মুখ থেকে খারাপ কথাবার্তা বের হওয়া উচিত নয়। পবিত্র শাস্ত্র বলে "বরং মানুষের যা ভালো করতে পারে, প্রয়োজন মতো গঠনমূলক কোন কিছু করতে পারে, তোমরা তেমন কথাই বলো, যাতে, যারা শুনছে তাদের যেন কিছু উপকার হয় (*এফেসীয় ৪:২৯*)। একইভাবে পবিত্র কোরআনে ভালো কথা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "একটি ভালো কথা এমন একটি ভালো গাছের মতো, যার শিকড় রয়েছে মাটির গভীরে আর শাখা-প্রশাখার বিস্তার দিগন্তব্যাপী, যা সারা বছর ফল দিয়ে যায়।" (*সূরা ইব্রাহিম : ২৪*)। তবে মন্দ কথা আমাদের সর্বনাশ নিয়ে আসে সে ইঙ্গিতও রয়েছে পবিত্র শাস্ত্রে "যে রূঢ় কথা বলে সে নিজের সর্বনাশের পথ উন্মোচন করে (*হিতোপদেশ ১৩:৩*)। তাই আমাদের প্রত্যেককে কথা বলায় সচেতন হতে হবে। কেননা আমরা আমাদের মনের ভাব প্রধানত প্রকাশ করে থাকি কথার মধ্যদিয়ে। প্রতিদিন আপনি/আমি কি বলছি তার প্রতি সচেতন হওয়া দরকার। কোন নেতিবাচক কথা বলে ফেললে তা ইতিবাচক কথায় নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে।

যেনতেন ভাবে কিংবা যা তা ভাবে যেন কথা বলা নয়; কেননা বাক্য জীবনদায়ী। কথা বা বাণীর মধ্যদিয়েই ঈশ্বর সৃষ্টির কাজ করেছেন। কথা বলার মধ্যদিয়েই যিশু অনেক অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করেছেন এমনকি মৃতকে জীবনও দিয়েছেন। তাই কথার মূল্য ও মর্যাদা দিতে হয়। আমাদের দরদ ও ভালোবাসাময় কথাও অন্যদেরকে বিশেষভাবে যারা হতাশাগ্রস্ত, নিঃসঙ্গ ও বিপদগ্রস্ত তাদেরকে জীবন দিতে পারে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে তাই অতীব সচেতনতার সাথে কথা বলা জরুরী। শুধু প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাসদানের জন্য যেন তারা অতিরিক্ত কথা না বলেন। মানবীয় দুর্বলতায় পরস্পরের সাথে কথা বন্ধ না করে দরদ ও ভালোবাসা নিয়ে কথা শুরু করতে সাহসী হই। দেখবো আমাদের অজান্তেই আমাদের হৃদয়ের কঠিনতা দূর হয়ে পরস্পরের মাঝে সুসম্পর্ক ফিরে আসছে।

আমাদের দেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশের কিছু মানুষ যোগাযোগ প্রযুক্তি ও মিডিয়াকে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাদের কাছে মিডিয়া অর্থ উপার্জনের অস্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। তাই তারা নিজ স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য প্রতিদিন হাজারো নেতিবাচক ও মুখরোচক তথ্য দিচ্ছে ও কথা বলছে। অনেক ক্ষেত্রে মিডিয়া অতিরঞ্জন বা আংশিক সত্য প্রকাশ, মিথ্যাচার, প্ররোচনা, উস্কানিমূলক আচরণ, সরকারি বা কোন গোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রচার যন্ত্র, স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যা ব্যক্তি, সমাজ ও দেশকে কলুষিত করে। এমনিতর অবস্থায় এ বছরের বিশ্ব যোগাযোগ দিবসের বাণী মিডিয়াকেও বলছে - অন্তর দিয়ে কথা বলতে। যাতে করে মিডিয়া সত্যের ধারক ও বাহক হয়ে ওঠতে পারে। †

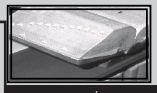

সুতরাং তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা নামের উদ্দেশে তাদের দীক্ষাস্নাত কর। - মথি ২৮:১৯।

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

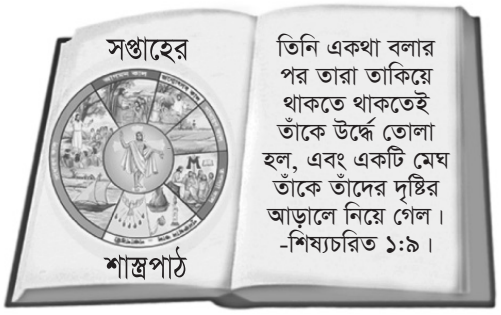

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২১ - ২৭ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

২১ মে, রবিবার
প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণ
শিষ্য ১: ১-১১, সাম ৪৭: ১-২, ৫-৮, এফে ১: ১৭-২৩, মথি ২৮: ১৬-২০
বিশ্ব যোগাযোগ দিবস

২২ মে, সোমবার
কাসিয়ার সাধ্বী রিতা, সন্ন্যাসব্রতী
শিষ্য ১৯: ১-৮, সাম ৬৭: ১-৭, যোহন ১৬: ২৯-৩৩

২৩ মে, মঙ্গলবার
শিষ্য ২০: ১৭-২৭, সাম ৬৭: ১০-১১, ২০-২১, যোহন ১৭: ১-১১

২৪ মে, বুধবার
শিষ্য ২০: ২৮-৩৮, সাম ৬৭: ২৮-২৯, ৩২-৩৬গ, যোহন ১৭: ১১খ-১৯

২৫ মে, বৃহস্পতিবার
মহান সাধু বিড, যাজক ও আচার্য / সাধু সপ্তম গ্রেগরী, পোপ / সাধু মেরী ম্যাগ্ডালীন দ্য' পাৎসী, কুমারী
শিষ্য ২২: ৩০; ২৩: ৬-১১, সাম ১৫: ১-২, ৫, ৭-১১, যোহন ১৭: ২০-২৬

২৬ মে, শুক্রবার
সাধু ফিলিপ নেরী, যাজক
শিষ্য ২৫: ১৩-২১, সাম ১০২: ১-২, ১১-১২, ১৯-২০কখ, যোহন ২১: ১৫-১৯

২৭ মে, শনিবার
ক্যান্টারবারীর সাধু আগস্টিন, বিশপ
শিষ্য ২৮: ১৬-২০, ৩০-৩১, সাম ১০: ৪, ৫, ৭, যোহন ২১: ২০-

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২১ মে, রবিবার
+ ১৯৬৯ ফাদার **স্তেফান ডায়াস (ঢাকা)**
+ ২০০৮ ব্রাদার জেমস এডওয়ার্ড গ্রীটম্যান সিএসসি

২২ মে, সোমবার
+ ১৯৯৩ সিস্টার মেরী **ইম্মাকুলেটা** এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৯ সি**স্টার** মেরী এনাসিয়েশন মানখিন আরএনডিএম

২৩ মে, মঙ্গলবার
+ ১৯৭৯ সিস্টার এম কলম্বা, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০২০ ব্রাদার বিজয় হেরল্ড রড্রিক্স সিএসসি (ঢাকা)

২৫ মে, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৯১ ব্রাদার মেরভিন বাপ্টিষ্ট সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০০০ সি**স্টার** মেরী জন বস্কো আরএনডিএম
+ ২০১৫ সিস্টার রাফায়েল্লা মন্ডল লুইজিনে (খুলনা)
+ ২০১৭ ফাদার জেমস টি. বেনাস সিএসসি (ঢাকা)

২৬ মে, শুক্রবার
+ ১৯৪৮ ফাদার রর্বাট ওয়েচুলিস সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭৬ ফাদার উইলিয়াম মনাহান সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৩ ফাদার জুসেপ্পে মিলোজ্জী (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৩ সিস্টার জুভান্না তুর্কোনি এসসি (খুলনা)
+ ২০০১ সিস্টার নভিস রেখা রুথ মিনজ সিআইসি (দিনাজপুর)

২৭ মে, শনিবার
+ ১৯৮২ সিস্টার ব্লাঙ্কে এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

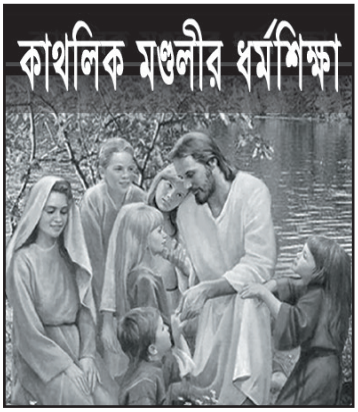

১৫২০: পবিত্র আত্মার একটি নির্দিষ্ট দান; এই সংস্কারের প্রথম অনুগ্রহ হল: গুরুতর অসুস্থতা অথবা বয়ঃবৃদ্ধ অবস্থার দুর্বলতায় যে সকল সমস্যার উদ্ভব হয়, তা জয় করার জন্য শক্তি, শান্তি ও সাহস লাভ করা। এই অনুগ্রহ হল পবিত্র আত্মার দান, যিনি ঈশ্বরের উপর আস্থা ও বিশ্বাস নবীভূত করেন, এবং সেই অসৎটার প্রলোভন এবং মৃত্যুমুখে নিদারুণ কষ্ট-যন্ত্রণার মধ্যে হতাশার প্রলোভনের বিরুদ্ধে শক্তি দান করেন। পবিত্র আত্মার শক্তিতে প্রভুর নিকট থেকে এই সহায়তা অসুস্থ ব্যক্তির আত্মাকে সুস্থতা দান করে, এমনকি ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে দেহের আরোগ্যও এনে দেয়। তদুপরি, "সে যদি কোন পাপ করে থাকে, তার সেই পাপের মোচন হবে"।

১৫২১: খ্রীষ্টের যাতনাভোগের সঙ্গে একাত্মতা। এই সংস্কারের অনুগ্রহের দ্বারা, অসুস্থ ব্যক্তি খ্রীষ্টের যাতনাভোগের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে নিজেকে একাত্ম করার দান ও শক্তি লাভ করে: সে ত্রাণকর্তার মুক্তিদায়ী যাতনাভোগের সদৃশায়নের ফল লাভ করার জন্য একরকম উৎসর্গীকৃত হয়। এভাবে কষ্টভোগ, যা আদিপাপের পরিণাম, তা নতুন অর্থ লাভ করে; কষ্টভোগ তখন হয়ে ওঠে যীশুর ত্রাণদায়ী কাজে অংশগ্রহণ।

১৫২২ : মাণ্ডলিক অনুগ্রহ অসুস্থ ব্যক্তি, যে এই সংস্কার গ্রহণ করে, "স্বেচ্ছায় খ্রীষ্টের যাতনাভোগ ও মৃত্যুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে", "ঐশজনগণের কল্যাণ সাধন করে।" এই সংস্কার অনুষ্ঠান করে, খ্রীষ্টমণ্ডলী, সিদ্ধগণের মিলন-সংযোগে, অসুস্থ ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য অনুনয় করে, এবং অসুস্থ ব্যক্তি তার দিক থেকে, এই সংস্কারের অনুগ্রহের গুণে, খ্রীষ্টমণ্ডলীর পবিত্রীকরণ এবং সকল মানুষের কল্যাণ সাধনে অবদান রাখে, যে-মানুষের জন্য খ্রীষ্টমণ্ডলী যাতনাভোগ করে এবং খ্রীষ্টের মাধ্যমে পিতা ঈশ্বরের নিকট নিজেকে নিবেদন করে।

১৫২৩: অন্তিম যাত্রার জন্য প্রস্তুতি: যদি এই সংস্কারটি গুরুতরভাবে অসুস্থ ও শারীরিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিদের প্রদান করা হয়, তাহলে আরও কতই না সমীচীন, যদি তা দেওয়া হয় তাদের যারা এ জগৎ থেকে অন্তিম বিদায়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত: সেজন্য সংস্কারটিকে বলা হয় চিরবিদায়ীদের সংস্কার (Sacramentum Exeuntium) রোগীলেপন খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সঙ্গে আমাদের সদৃশায়ন সম্পূর্ণ করে তোলে, যার সূচনা হয়েছিল দীক্ষাস্নান সংস্কারে। সংস্কারটি সেই পুণ্য লেপন সম্পূর্ণ করে, যে অভিলেপনের দ্বারা তার গোটা খ্রীষ্টীয় জীবন চিহ্নিত: দীক্ষাস্নানের তেল-লেপন যা আমাদের নবজীবনে মুদ্রাঙ্কিত করেছিল, দৃঢ়ীকরণের তেল-লেপন যা এই জীবনের সংগ্রামের জন্য আমাদের শক্তিশালী করেছিল। এই অন্তিম তেল-লেপন, সমাপ্তিলগ্নে আমাদের বলীয়ান করে তোলে।

১৫২৪: যারা এই জীবন থেকে বিদায়-উন্মুখ তাদের জন্য রোগীলেপনের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টমণ্ডলী পাথেয়রূপে খ্রীষ্টপ্রসাদ দান করে। পিতার কাছে এই "নিস্তরণের সময়", খ্রীষ্টের দেহ ও রক্তরূপে মিলনপ্রসাদ গ্রহণ বিশেষ গুরুত্ব ও অর্থ বহন করে। এ হল অনন্ত জীবনের বীজ এবং পুনরুত্থানের শক্তি, যেমন প্রভু বলেন: "যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে, আর আমি শেষদিনে তাকে পুনরুত্থিত করব"। একদিন যিনি মৃত ছিলেন এবং আজ যিনি পুনরুত্থিত সেই খ্রীষ্টের সংস্কার, তথা খ্রীষ্টপ্রসাদ হল এখানে মৃত্যু থেকে জীবনে, এই জগত থেকে পিতার কাছে নিস্তরণের সংস্কার॥

ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা সিএসসি

পুনরুত্থানকালের ৭ম রবিবার

১ম শাস্ত্র পাঠ : শিষ্যচরিত ১:১-১১
২য় শাস্ত্র পাঠ : এফেসিয় ১:১৭-২৩
মঙ্গলসমাচার : মথি ২৮:১৬-২০

প্রভু যিশু খ্রিস্টের 'পুনরুত্থান', তাঁর 'স্বর্গারোহন' ও 'পঞ্চাশত্তমী' পর্বে পবিত্র আত্মার অবতরণ খ্রিস্ট মণ্ডলীর এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব মণ্ডলীর শুরুর দিকে এক সঙ্গে পালন করা হতো। পবিত্র বাইবেলের 'শিষ্যচরিত' গ্রন্থের তথ্য অনুসারে চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে 'স্বর্গারোহন' পর্বটি পৃথক ভাবে যিশুর পুনরুত্থানের "চল্লিশ দিন" পরে পালন করা শুরু হয়। পরবর্তীতে, সকল খ্রিস্টভক্ত যেন এই মহাপর্বটি পালনে অংশগ্রহণ করতে পারে, তাই বৃহস্পতিবারে পড়া চল্লিশ দিনের দিনটিতে স্বর্গারোহন পর্ব পালন না করে তার পরের রবিবারে (পুনরুত্থানেকালের ৭ম রবিবার) পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাই আজ পুনরুত্থানকালের ৭ম রবিবার, একই সাথে আজ প্রভু যিশু খ্রিস্টের স্বর্গারোহন মহাপর্ব।

যুগান্তকারী দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা আধুনিক জগতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে মণ্ডলীতে আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করে একটি দলিল প্রকাশ করেছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যেন বছরের একটি দিন বিশ্ব যোগাযোগ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। প্রভু যিশুখ্রিস্টের স্বর্গারোহন পর্বের রবিবারটিকেই বিশ্ব যোগাযোগ দিবস হিসেবে পালন করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। কারণ প্রভু যিশুর স্বর্গারোহনের মধ্যদিয়ে এই দিনে জগত ও স্বর্গের এবং মানুষ ও ঈশ্বরের এক মহা মিলন বা যোগাযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাই আজকের দিনটি একদিকে যেমন খ্রিস্ট মণ্ডলীর সকল ভক্তবৃন্দের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মহা পর্বদিন 'প্রভু যিশুখ্রিস্টের স্বর্গারোহন পর্ব', তেমনি আজ প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রিক মিডিয়ার সকল লেখক, পাঠক, সাংবাদিক, যোগাযোগ ব্যক্তিত্ব ও কর্মীদের জন্যও একটি বিশেষ উৎসব ও আনন্দের দিন 'বিশ্ব যোগাযোগ দিবস'।

স্বর্গারোহন পর্বে এই সত্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে, প্রভু যিশুখ্রিস্ট পুনরুত্থান করে স্বর্গীয় মহিমায় প্রবেশ করেছেন। একই সাথে এই পর্বটি শিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মার অবতরণ পর্বের এক প্রস্তুতি ও শিষ্যদের বিশ্বাসের দৃঢ়ীকরণ পর্ব। বিশ্বাসের দৃঢ়ীকরণের জন্য প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মার আগমন জরুরী। আর তাই প্রভু যিশুকে স্বর্গে চলে যেতে হয়েছে। কারণ তিনি না গেলে তো পবিত্র আত্মা আসবেন না। প্রভু যিশুর স্বর্গে যাওয়ার কারণ আমার দৃষ্টিতে মূলত ৩টি; পবিত্র আত্মার আগমন, আমাদের স্বর্গে যাওয়ার পথ উন্মুক্তকরণ এবং যিশুর অবর্তমানে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের দৃঢ়ীকরণ। পবিত্র আত্মা, পবিত্র খ্রিস্টযাগ, পবিত্র বাইবেল এবং প্রভুর শিক্ষার মধ্যদিয়ে আমরা বিশ্বাসের জীবন যাপন করতে পারি এবং তার উপস্থিতিকে অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি করতে পারি।

তাই প্রভুর প্রতিশ্রুত সহায়ক আত্মার অবতরণের জন্য স্বর্গারোহনের দিন থেকেই শিষ্যগণ অপেক্ষায় ছিলেন। "গালিলেয়ার মানুষেরা, তোমরা এখানে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এই যে যিশু, যিনি তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে উন্নীত হলেন, জেনে রাখ, তাঁকে যেভাবে স্বর্গে যেতে দেখলে, সেই ভাবেই তিনি আবার ফিরে আসবেন" (*শিষ্য ১:১১*)। গালিলেয়া থেকে জেরুশালেমের দূরত্ব হয়তো মাত্র ৬০ মাইল। চোখের সামনে গুরু ও প্রভু স্বর্গে চলে গেলেন, তাঁকে ছেড়ে জেরুশালেমে ফিরে আসতে শিষ্যদের মনে হয়তো নেমে এসেছিল একটি ভারী হতাশা, শূন্যতা ও গভীর অন্ধকার। তারা ১১জন জেরুশালেম থেকে ফিরছিলেন আর হয়তো পরস্পর বলাবলি করছিলেন, এখন তাদের কি হবে? তারা এখন কি করবে? কে তাদের পরিচালনা করবে? ঘরে ফিরে গিয়ে তাদের অন্য বন্ধু ও আত্মীয়দের তারা এখন প্রভু যিশু সম্পর্কে কি বলবে? তার উপর প্রভুর শেষ নির্দেশনা 'সর্বত্র যাও'? এসব প্রশ্ন নিশ্চয় তাদেরকে অন্ধকারে ফেলে দিয়েছিল।

যিশুর স্বর্গারোহনের পর গালিলেয়া থেকে ফিরে শিষ্যরা উপরের রুমে এক মন, এক প্রাণ হয়ে মা-মারীয়ার সাথে ধ্যান ও প্রার্থনায় রত ছিলেন (*প্রেরিত ১:১৩-১৪*)। প্রভু যিশুর কথা অনুসারে তারা পবিত্র আত্মার আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। খ্রিস্ট নিজেকে উজার করে দিয়ে যেভাবে জগতকে জয় করেছেন, শিষ্যরাও যিশুর সাথে যুক্ত থেকে পিতার মহিমা লাভের প্রত্যাশী ছিলেন (*এফে ১:১৭*)। এই জগত ছেড়ে পিতার নিকট চলে যাওয়ার পূর্বে যিশু এই প্রার্থনাই করেছিলেন, আমরা যেন পিতাকে চিনতে পারি, সত্যকে জানতে পারি এবং ঈশ্বর সন্তান প্রভু যিশুর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠি।

প্রভু যিশুখ্রিস্ট বাইবেলের অন্যত্র বলেছিলেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যদি একটা সর্ষে দানার মত বিশ্বাসও তোমাদের থাকে তবে তোমরা এই পাহাড়কে বলবে, 'এখান থেকে সরে ওখানে যাও,' আর তাতে ওটা সরে যাবে। তোমাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব হবে না" (*মথি ১৭:২০পদ*)। প্রভু যিশুর এই বাণী এবং অন্তরের গভীর বিশ্বাসই পরবর্তীতে শিষ্যদের শক্তি যুগিয়েছিল প্রভুর আহ্বানে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার, মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার, প্রচার করার, শিক্ষা ও দীক্ষা দেওয়ার, নতুন নতুন সেবা কাজ করার এবং বহু মানুষকে পিতার পরিপূর্ণ ভালবাসার আশ্রয়ে নিয়ে আসার।

প্রভু যিশুখ্রিস্ট পিতার ইচ্ছা পালনে এ জগতে এসেছেন এবং পরিত্রাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব, তিনি ক্রুশ মৃত্যুর মধ্যদিয়ে পূর্ণ করেছেন। আর এইভাবেই তিনি মানুষের প্রতি পিতার ভালবাসার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি চেয়েছেন যেন আমরাও পিতার ইচ্ছা পালনে ভালবাসার মানুষ হয়ে উঠি এবং একদিন স্বর্গে উন্নীত হয়ে পিতার সাথে মিলিত হতে পারি। স্বর্গে চলে যাওয়ার পূর্বে প্রভু যিশুর চূড়ান্ত নির্দেশনা, আমরা যেন জগতের সর্বত্র যাই এবং ঈশ্বরের ভালবাসার সত্য বাণী অন্তরে বিশ্বাস করি, জীবনে পালন করি এবং সকল জাতির মানুষের কাছে প্রচার করি (*মথি ২৮:২০*)।

এখানে বিশ্বাস হলো ঈশ্বরের উপস্থিতি অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি করা। যেভাবে মাগ্‌দালার মারীয়া পুনরুত্থিত যিশুকে অভিজ্ঞতা করেছিলেন। প্রভু যিশুর স্বর্গারোহন এবং এই উপলক্ষে শাস্ত্রবাণী এই জগতে আমাদের বিশ্বাসের জীবন যাপন করার আহ্বান জানান। যেন আমরা পর জগতে পিতা ঈশ্বরের সাথে মিলিত হতে পারি। প্রভু যিশু তার প্রচার, কাজ ও জীবন দ্বারা যে পিতাকে জগতে পরিচয় করিয়েছেন, আমরাও যেন আমাদের বিশ্বাস, আস্থা, প্রেম, দয়া, ক্ষমা ও ভালবাসার কাজ ও জীবন দ্বারা ঈশ্বরকে খোঁজ করি এবং পিতাকে সকল মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পারি। আর এভাবে পরস্পরের জীবনে যেন আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি করতে পারি। শেষে সকল মানুষ যেন স্বর্গে পিতার সাথে মিলিত হতে পারেন। এইভাবে ঈশ্বরের সাথে মানুষের এবং জগতের সাথে স্বর্গের মিলন প্রতিষ্ঠিত হবে॥

৫৭তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের বাণী

অন্তর দিয়ে বলা

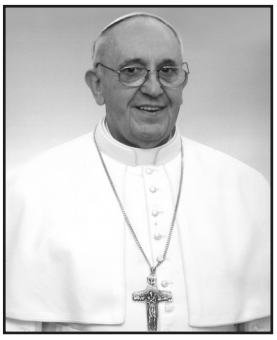

"ভালবাসায় সত্যনিষ্ঠ" (*এফেসীয় ৪:১৫*)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

ভালো যোগাযোগের শর্ত হিসেবে, বিগত বছরগুলোতে 'যাও ও দেখ' এবং 'শোন' ক্রিয়াপদগুলো নিয়ে আলোচনা করে এই ৫৭তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবসের বাণীতে 'অন্তর দিয়ে বলা' বিষয়টিতে আমি জোর দিতে চাই। এই হৃদয়ই আমাদেরকে কোথাও যেতে, কিছু দেখতে ও শুনতে উৎসাহিত করে এবং এই হৃদয়ই আমাদেরকে যোগাযোগের উন্মুক্ত ও স্বাগতম জানানোর ধারায় চালিত করে। শোনার অভ্যাস অপেক্ষা ও ধৈর্যের মতোই আমাদের পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে অগ্রাহ্য করার দাবি করে। একবার শোনার অভ্যাস করে ফেললে আমরা সংলাপের গতিময়তা ও সহভাগিতায় প্রবেশ করতে পারি, যা অবিকল আন্তরিক যোগাযোগের মতোই। বিশুদ্ধ অন্তরে অন্যদের কথা শোনার পরে, আমরাও ভালোবাসায় সত্য অনুসরণ করে কথা বলতে সক্ষম হব (*দ্র: এফেসীয় ৪:১৫*)। সত্য ঘোষণা করতে আমাদের ভয় পাওয়া উচিত নয়, যদিও মাঝে মাঝে তা অস্বস্থিকর হয়ে পড়ে যখন তা দয়া ও হৃদয় ছাড়া করা হয়। পোপ ১৬শ বেনেডিক্ট যেমন লিখেছেন, খ্রিস্টানদের প্রোগ্রাম হলো একটি হৃদয় যা দেখে। একটি হৃদয় নিজ স্পন্দনের সাথে আমাদের অস্তিত্বের সত্যতা প্রকাশ করে, তাই অবশ্যই তা শুনতে হবে। শোনার এই অভ্যাস আমাদেরকে হৃদয়ের একই তরঙ্গে একাত্ম হতে অর্থাৎ যারা শোনে তাদেরকে তাদের হৃদয়ের মধ্যে অন্যদের হৃদস্পন্দন শুনতে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত চালিত করে। এভাবে মুখোমুখি সাক্ষাতের অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে, যা আমাদেরকে একে অন্যের প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাতে সহায়তা করে; গুজব, বিভেদ-বিভাজনের বিচার না করে পারস্পরিক দুর্বলতাগুলোর প্রতি সহনশীল হয়ে পরস্পরকে সম্মান জানাই।

যিশু আমাদের সতর্ক করেন এ বলে, প্রতিটি বৃক্ষের পরিচয় তার ফলেই (*দ্র: লুক ৬:৪৪*):"ভাল লোক তার অন্তরে সঞ্চিত ভালোর ভাণ্ডার থেকে যত ভাল কিছুই তো বের করে আনে; তেমনি খারাপ লোক তার খারাপের ভাণ্ডার থেকে যত খারাপ কিছুই তো বের করে আনে; কেননা মানুষের অন্তর যা দিয়ে ভরা থাকে, মানুষের মুখ তেমন কথা-ই বলে (*দ্র: এফেসীয় ৪:৪৫*)। এই জন্য দয়ার সাথে সত্যের যোগাযোগ করতে হলে আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা দরকারী। শুধুমাত্র বিশুদ্ধ অন্তরে শুনে ও কথা বলার মাধ্যমে আমরা বাহ্যিকতার উর্ধ্বে দেখতে পারি এবং অস্পষ্ট কোনকিছুকে জয় করতে পারি। এই জটিল বিশ্বে যেখানে আমরা বাস করি অর্থাৎ তথ্য জগতেও এ অস্পষ্টতা রয়েছে; যা আমাদেরকে সাহায্য করে না কোন কিছু নির্ধারণ করতে । আমরা এমন সময়ে বাস করছি যা উদাসীনতা ও ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের প্রতি অনুরক্ত; যা কখনো কখনো মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে সত্যকে মিথ্যা বলে প্রচার করে ও নিজের কাজে লাগায়। এমনিতর সময়ে অন্তর দিয়ে কথা বলার আহ্বান আমাদের বর্তমান সময়কে সম্পূর্ণভাবে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে।

আন্তরিকতার সাথে যোগাযোগ

আন্তরিকতার সাথে যোগাযোগ করার অর্থ হলো যে, যারা আমাদের কথা শুনে ও পড়ে তারা আমাদের সময়ের নারী-পুরুষদের আনন্দ, ভয়, আশা এবং দুঃখ-কষ্টে অংশগ্রহণে স্বাগতম জানাতে আমাদেরকে পরিচালিত করে। যারা এইভাবে কথা বলে তারা অন্যকে ভালোবাসে কারণ তারা তাদের স্বাধীনতাকে লঙ্ঘন না করে যত্ন ও রক্ষা করে। গলগথায় ঘটে যাওয়া ট্রাজেডির পরে আমরা এই স্টাইলটি সেই রহস্যময় যাত্রীর মধ্যে দেখতে পাই যিনি এম্মাউসের পথে এগিয়ে চলা শিষ্যদের সাথে কথোপকথন করেন। পুনরুত্থিত যিশু অন্তর দিয়ে এম্মাউসের পথের যাত্রীদের সাথে কথা বলেন, যাত্রীদের কষ্টের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের সঙ্গ দেন, নিজের মতকে চাপিয়ে না দিয়ে বরং তা তাদের কাছে উত্থাপন করেন, কি ঘটেছিল তার গভীর অর্থ বুঝার জন্য ভালোবাসার সাথে তাদের হৃদয় উন্মুক্ত করেন। তাইতো তারা প্রকৃতভাবেই আনন্দ চিৎকারে বলতে পারে যে, তিনি যখন পথে আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন ও শাস্ত্রের অর্থ অমন বিশদভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন তখন আমাদের ভেতরে কি একটা আগুন জ্বলছিল না (*দ্র:লুক ২৪:৩২*)।

মেরুকরণ ও বৈপরীত্য দ্বারা চিহ্নিত একটি ঐতিহাসিক যুগে (যা থেকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে মাণ্ডলিক সম্প্রদায়ও মুক্ত নয়) 'উন্মুক্ত হৃদয় ও খোলা কলম' নিয়ে যোগাযোগ করার অঙ্গীকার শুধুমাত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্যই নয় তা সকলেরই কর্তব্য। আমরা সকলেই সত্য খুঁজতে ও সত্য কথা বলতে এবং দয়ার সাথে সত্যের কাজ করতে আহ্বান পেয়েছি। বিশেষভাবে আমাদের খ্রিস্টানদেরকে বিশেষ অনুরোধ করা হচ্ছে আমাদের জিহ্বাকে মন্দতা থেকে দূরে রাখার জন্য (*দ্র: সাম ৩৪:১৩*), কারণ পবিত্র শাস্ত্র আমাদের শিক্ষা দেয়, একই জিহ্বা দিয়ে আমরা প্রভুর স্তুতি করি এবং তাঁরই সাদৃশ্যে সৃষ্ট নর-নারীকে অভিশাপ দেই (*দ্র: যাকোব ৩:৯*)। আমাদের মুখ থেকে খারাপ কথাবার্তা বের হওয়া উচিত না, "বরং মানুষের যা ভালো করতে পারে, প্রয়োজন মতো গঠনমূলক কোন কিছু করতে পারে, তোমরা তেমন কথাই বলো, যাতে, যারা শুনছে, তাদের যেন কিছু উপকার হয় (*এফেসীয় ৪:২৯*)।

কখনও কখনও বন্ধুত্বপূর্ণ কথোপকথন পাষাণ হৃদয়ের কঠিনতা ভেঙ্গে উন্মুক্ত করে দিতে পারে। আমাদের সাহিত্যেও এর প্রমাণ আছে। আমি ইতালিয়ান উপন্যাস বেট্রোথেড (The Betrothed) এর একাদশ অধ্যায়ের স্মরণীয় পৃষ্ঠাগুলোর কথা মনে করতে পারি যেখানে লুসিয়া নাম না জানা একজনের সাথে অন্তর দিয়ে কথা বলেছে যতক্ষণ না নাম না জানা ব্যক্তিটি নিরস্ত্রী হয়েছে এবং একটি সুস্থ অভ্যন্তরীণ সংকট দ্বারা যন্ত্রণাপ্রাপ্ত হয়েছে, যা ভালবাসায় মৃদু শক্তি দেয়। আমরা সমাজে এটি অভিজ্ঞতা করি যে, দয়া শুধুত্র 'শিষ্টাচার' এর প্রশ্ন নয় কিন্তু তা নিষ্ঠুরতার একটি প্রকৃত প্রতিষেধক। এই নিষ্ঠুরতা আমাদের অন্তরকে বিষিয়ে আর সম্পর্ককে বিষাক্ত করে তুলতে পারে। দয়া মিডিয়ার ক্ষেত্রেও প্রয়োজন, যাতে করে যোগাযোগ ধারা উত্তেজনা ও ক্রোধ সৃষ্টি না করে এবং সংঘর্ষের দিকে চালিত না করে; বরং মানুষ যে বাস্তবতায় বসবাস করছে তা শান্তিপূর্ণভাবে অনুধাবন এবং সর্বদা শ্রদ্ধাশীল মনোভাব নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী ব্যাখা করতে সহায়তা করে।

হৃদয় থেকে হৃদয়ে যোগাযোগঃ ভালো কথা বলার জন্য, ভালো ভালোবাসাই যথেষ্ট

'অন্তর দিয়ে কথা বলার' অন্যতম উজ্জ্বল এবং এখনও পর্যন্ত আকর্ষণীয় উদাহরণগুলোর মধ্যে একজন হলেন মণ্ডলীর আচার্য সাধু ফ্রান্সিস

দ্য সেলেস, যার মৃত্যুর ৪০০ বছর পর আমি আমার প্রৈরিতিক পত্র 'Totum Amoris Est,: সবকিছু ভালোবাসার সাথে সম্পর্কিত' লিখেছি। ৪০০ বছরের গুরুত্বপূর্ণ এই পূর্তি ছাড়াও আমি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে আরেকটি পূর্তির কথা উল্লেখ করতে চাই: তা হলো পোপ ১১শ পিউস কর্তৃক তার সর্বজনীন পত্র (*Rerum Omnium Perturbationem*) দ্বারা সাধু ফ্রান্সিস দ্য সেলেসকে কাথলিক সাংবাদিকদের প্রতিপালক হিসেবে ঘোষণা দানের শতবর্ষের পূর্তি। সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে যখন ক্যালবিনপন্থীদের সাথে তীব্র মতবিরোধ চলছিল তখন এই উজ্জ্বল বুদ্ধিজীবী, ফলপ্রসূ লেখক ও প্রাজ্ঞ ঐশতত্ত্ববিদ ফ্রান্সিস দ্য সেলেস জেনেভার বিশপ ছিলেন। তাঁর নম্র আচরণ, মানবতাবোধ এবং ধৈর্যসহকারে সকলের সাথে বিশেষ করে যারা তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করে তাদের সাথে সংলাপ করার ইচ্ছা তাঁকে ঈশ্বরের করুণাময় ভালোবাসার অসাধারণ সাক্ষী করে তুলেছিল। তাঁর সম্বন্ধে কেউ বলতে পারে: "মধুর কণ্ঠ বন্ধুত্ব বৃদ্ধি করে, শালীন কথন শান্তি-কামনা আকর্ষণ করে" (*সিরাখ ৬:৫*)। সর্বোপরি, তার বিখ্যাত উক্তিগুলোর একটি 'হৃদয় হৃদয়ের সাথে কথা বলে,' বিভিন্ন প্রজন্মের বিশ্বাসীদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিল, যাদের মধ্যে সাধু হেনরী নিউম্যানও আছেন, যিনি তার মটো/জীবনবাণী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন হৃদয় হৃদয়ের সাথে কথা বলে (Cor ad cor loquitur)। তাঁর একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ভালো কথা বলার জন্য, ভালো ভালোবাসাই যথেষ্ট। আজকাল যোগাযোগকে কৃত্রিমতা ও বিপণন কৌশলের একটি মাধ্যম মনে করলেও তিনি যোগাযোগকে কখনই কৃত্রিমতায় বা বিপণন কৌশলে হ্রাস করা উচিত নয় বলে মনে করতেন। বরং যোগাযোগ হলো প্রাণের প্রতিফলন, যা অদৃশ্য ভালোবাসার নিউক্লিয়াসের একটি দৃশ্যমান পৃষ্ঠ। একই মনোভাবে সাধু ফ্রান্সিস দ্য সেলেস বলেছিলেন, "হৃদয়ের মধ্যে এবং হৃদয়ের মাধ্যমে, একটি সুক্ষ্ম, তীব্র ও একীভূতকরণ প্রক্রিয়া আসে যার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারি। 'ভালোভাবে ভালোবেসে', সাধু ফ্রান্সিস বধির-মূক মার্টিনের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হন, যে পরে তার বন্ধু হয়ে ওঠেন। তাইতো সাধু ফ্রান্সিস দ্য সেলেস যোগাযোগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিপালক হিসেবেও পরিচিত।

'ভালোবাসার মাপকাঠি' থেকে উৎসারিত তাঁর লেখা ও জীবন সাক্ষ্যের মাধ্যমে জেনেভার সাধু সুলভ বিশপ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, 'আমরা যা যোগাযোগ করি আমরা আসলে তা-ই'। কিন্তু বর্তমান সময়ের যোগাযোগের ধারণা অনেকটাই বিপরীতধর্মী - যা আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিজ্ঞতা করি। যা আছি তা নয় কিন্তু যেরূপ হতে চাই জগতকে সেরূপ দেখাতে যোগাযোগের সুযোগকে ব্যবহার করা হচ্ছে। সাধু ফ্রান্সিস দ্য সেলেস তার লেখা অনেক বই জেনেভার জনগণের কাছে বিতরণ করেছিলেন। 'সাংবাদিকতা সংক্রান্ত' অর্ন্তদৃষ্টির জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যা দ্রুত তাঁর ধর্মপ্রদেশের সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং এখনও পর্যন্ত তা টিকে আছে। পোপ ৬ষ্ঠ পল উল্লেখ করেন, তাঁর লেখনী পাঠের জন্য অত্যন্ত উপভোগ্য, শিক্ষামূলক ও মর্মস্পর্শী। আজ আমরা যদি যোগাযোগের ক্ষেত্রের দিকে তাকাই, তাহলে কি এগুলি ঠিক সেই একই বৈশিষ্ট্যগুলি নয় যা একটি আর্টিকেল, প্রতিবেদন, টেলিভিশন বা রেডিও প্রোগ্রাম অথবা সামাজিক মিডিয়ার পোস্টে অন্তর্ভূক্ত করা উচিত? যারা যোগাযোগ ক্ষেত্রে কাজ করে তারা যেন এই কোমল-সুবিবেচক সাধু দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় সাহস ও স্বাধীনতার সাথে সত্যের সন্ধান করতে এবং সত্য কথা বলতে। একইসাথে উত্তেজনাপূর্ণ ও সাংঘর্ষিক অভিব্যক্তি ব্যবহার করার প্রলোভন প্রত্যাখান করতে।

সিনোডাল প্রক্রিয়ায় অন্তর দিয়ে কথা বলা

মণ্ডলীর মধ্যেও শোনার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ করে একে অপরের কথা শোনা অতীব দরকার - যার উপর আমি জোর দিয়েছি। 'শোনা' অত্যন্ত মূল্যবান ও জীবনদায়ী উপহার যা আমরা পরস্পরকে উপহার দিতে পারি। কোন পক্ষপাত/পূর্বধারণা ছাড়া মনোযোগ সহকারে ও অকপটে শোনা ঈশ্বরের স্টাইল অনুসারে কথা বলার জন্ম দেয় যা ঘনিষ্ঠতা, সমবেদনা ও কোমলতা দ্বারা বেষ্টিত। আমাদের মণ্ডলীতে এমন যোগাযোগ জরুরী আছে যা অন্তরকে প্রজ্জ্বলিত করে, যা ক্ষতের উপর মলম লেপে দেয় এবং যা ভাই-বোনদের চলার পথ আলোকিত করে। আমি এমন এক মাণ্ডলিক যোগাযোগের স্বপ্ন দেখি যা জানে কিভাবে পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হতে হয় এবং একই সাথে নম্র ও প্রাবক্তিক হতে হয়; যা জানে তৃতীয় সহস্রাব্দে চমৎকারভাবে মঙ্গলবাণী ঘোষণার জন্য কিভাবে নতুন নতুন পথ ও উপায় খুঁজে বের করতে হয়। একটি যোগাযোগ জানে ঈশ্বর ও প্রতিবেশির বিশেষ করে সবচেয়ে অভাবী ব্যক্তির সাথে সম্পর্ককে কেন্দ্রে রাখতে এবং জানে নিজেকে তুলে ধরার প্রবণতা সংরক্ষণ না করে বিশ্বাসের আলো জ্বালাতে। শ্রবণে নম্রতা এবং বলায় সাহসিকতা - এর উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত যোগাযোগের একটি ধরন যা দয়া থেকে সত্যকে কখনো আলাদা করে না।

শান্তির বাণী ঘোষণা করে আত্মাকে কলুষ মুক্ত করা

প্রবচনমালা গ্রন্থে লেখা আছে " কোমল জিহ্বা হাড় ভেঙে ফেলতে পারে" (*২৫:১৫*)। যেখানে যুদ্ধ আছে সেখানে শান্তির সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য অন্তর দিয়ে কথা বলা আগের চেয়ে এখন আরো বেশি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে; পথ উন্মুক্ত করতে হবে যাতে করে ঘৃণা ও শত্রুতার উন্মাদনার পরিবর্তে সংলাপ ও পুনর্মিলন স্থান পেতে পারে। আমরা যে বৈশ্বিক সংঘাতের সম্মুখীন হচ্ছি তার নাটকীয় প্রেক্ষাপটে, বৈরি নয় এমন একটি যোগাযোগ ধারা বজায় রাখা জরুরি। শ্রদ্ধাশীল সংলাপ চালু করার চেয়ে শুরু থেকেই প্রতিপক্ষদের সুনামহানি ও অপমান করার প্রবণতা কাটিয়ে ওঠা দরকার। আমাদের এমন যোগাযোগকারীদের প্রয়োজন যারা সংলাপে উন্মুক্ত, সার্বিক কলুষমুক্ত রাখতে নিযুক্ত এবং আমাদের হৃদয়ে বাসা বেঁধে থাকা যুদ্ধবাজ মানসিকতাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যেমনটি সাধু ২৩শ যোহন 'জগতে শান্তি' (Pacem In Terris) নামক তাঁর সর্বজনীন পত্রে প্রাবক্তিক তাগিদ দিয়েছিলেন এ কথা বলে: "পারস্পরিক আস্থাতেই কেবল সত্যিকারের শান্তি গড়ে ওঠে" (*নং-১১৩*)। আস্থায় আশ্রিত ও বদ্ধ যোগাযোগকারীদের কোন প্রয়োজন নেই কিন্তু সাহসী ও সৃজনশীলদের দরকার যারা মিলনের জন্য সাধারণ ভিত্তি খুঁজে পেতে ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত । ষাট বছর আগে যেমন ছিল, এখন এই সময়েও আমরা অন্ধকারে বাস করছি যেখানে মানবতা ক্রমবর্ধমান যুদ্ধকে ভয় করছে; এ যুদ্ধ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্ধ হওয়া উচিত, যোগাযোগের স্তরেও এ যুদ্ধ বন্ধ হওয়া দরকার। কত সহজেই মানুষ ও এলাকা ধ্বংসের আহ্বান জানানো হয় তা শুনলেই তো ভয় লাগে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের কথাগুলো প্রায়ই জঘন্য সহিংসতার যুদ্ধে পরিণত হয়। এই কারণেই যুদ্ধবাজ বাগ্মীতাসহ নিজ মতাদর্শিক প্রচারের উদ্দেশে যারা সত্যকে বিকৃত করে তাদেরকে প্রত্যাখান করতে হবে। পক্ষান্তরে, যোগাযোগের এই ধারাকে প্রচার করতে হবে যা জনগণের মধ্যকার বিবাদগুলির সমাধান করার উপায় তৈরি করতে সহায়তা করে।

খ্রিস্টান হিসেবে আমরা জানি যে শান্তির ফল নির্ধারিত হয় হৃদয়ের রূপান্তর দ্বারা, তদ্রুপ যুদ্ধের ভাইরাস আসে মানুষের হৃদয় থেকেই। একটি আবদ্ধ ও বিভক্ত বিশ্বের ছায়া দূর করতে হৃদয় থেকেই সঠিক কথা বেরিয়ে আসে এবং হৃদয় থেকে আসা এই সঠিক কথাই পারে আমরা যে সভ্যতা পেয়েছি তাকে আরো উন্নততর করে গড়ে তুলতে। আমাদের প্রত্যেককেই এই প্রচেষ্টায় জড়িত হতে অনুরোধ করা

হচ্ছে, তবে এটি এমন একটি বিশেষ আবেদন যা যোগাযোগের ক্ষেত্রে যারা কাজ করছেন তাদের দায়িত্ববোধে পড়ে, যাতে করে তারা তাদের পেশাকে একটি প্রেরণকর্ম হিসেবে চালিয়ে যেতে পারেন।

প্রভু যিশু, পরম পিতার হৃদয় থেকে উৎসারিত বিশুদ্ধ বাক্য, আমাদের যোগাযোগকে স্পষ্ট, উন্মুক্ত ও হৃদয়গ্রাহী করতে সহায়তা করুন।

প্রভু যিশু, যিনি বাক্যে দেহ ধারণ করলেন, তিনি আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন শুনতে, পরস্পরকে ভাই-বোন হিসেবে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে এবং যা কিছু বিভক্তি আনে সে শত্রুতা দূর করতে সাহায্য করুন।

প্রভু যিশু, যিনি সত্য ও ভালোবাসাময় বাণী, আমাদেরকে দয়ার্দ্র অন্তরে সত্য বলতে সহায়তা করুন; যাতে করে আমরা একে অপরের রক্ষাকারী হিসেবে উপলব্ধি করতে পারি।

পোপ ফ্রান্সিস

(রোম, সাধু জন লাতেরান, ২৪ জানুয়ারি ২০২৩
সাধু ফ্রান্সিস দ্য সেলেসের স্মরণ দিবস)

ভাষান্তর: ফাদার আগস্টিন বুলবুল রিবেরু

"পোষ্ট এইচএসসি, ডিগ্রী বা অনার্স পর্যায়ে যারা অধ্যায়নরত"

তুমি নিমন্ত্রিত। তুমি কি একজন অবলেট সন্ন্যাস-ব্রতী যাজক বা ব্রাদার হতে চাও?

তুমি কি অবলেট হয়ে জনগণ তথা ঈশ্বরের জন্য কাজ করতে চাও?
তুমি কি এসএসসি, এইচএসসি কিংবা ডিগ্রী পর্যায়ে পড়াশুনা করছো?

যদি তুমি হ্যাঁ বল..... তবে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর।

- তোমার ব্যক্তিগত কোন সম্পদ থাকবে না কিন্তু তোমার জীবন ভরে উঠবে অমূল্য সম্পদে।
- তোমার নিজের বলে কোন সময় থাকবে না, কিন্তু তোমার জীবন হবে পূর্ণ।
- ব্রতজীবন একটি আহ্বান, একটি চ্যালেঞ্জ, একটি নিমন্ত্রণ, আরও অর্থপূর্ণ জীবনের জন্যে, দীন-দরিদ্রের মাঝে সুখবর প্রচারের জন্য।

বাংলাদেশ অবলেট সংঘের ফাদারগণ প্রতি বছরের মতো এই বছরও "এসো দেখে যাও"এর প্রোগ্রামের দিন ও তারিখ নির্ধারণ করেছেন, ৮ জুন হতে ১৩ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, স্থান: অবলেট সেমিনারী, ২৪/এ, আসাদগেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ যে সকল যুবক ভাইয়েরা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিতে চায়, দয়া করে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সময়: ৮ জুন হতে ১৩ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
আগমন: ৮ জুন বৃহস্পতিবার, বিকাল ৬ টার মধ্যে
স্থান: অবলেট সেমিনারী, ২৪/এ, আসাদগেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা:
স্থান: অবলেট সেমিনারী, ২৪/এ, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

আহ্বান পরিচালক **ফাদার পিন্টু কস্তা ওএমআই** মো: ০১৭১৫-২৪৪৭৯৬ ০১৭৪২-২৪৯২৪২	**ফাদার রকি কস্তা ওএমআই** পরিচালক (অবলেট সেমিনারী) মো: ০১৭১৫-৪৩৭৭৭৭ **ফাদার সুবাস কস্তা ওএমআই** মো: ০১৮২২৮৬৭৬৮৬	**ফাদার সুবাস গমেজ ওএমআই** সুপিরিওর, ডি' মাজেনড স্কলাসটিকেট মো: ০১৭১৬-৫৮৬৪১৪ **ফাদার দিলীপ সরকার ওএমআই** মো: ০১৭১১-৯২০০০৪

বিজ্ঞ/১৬৮/২৩

রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর প্রতিপালক যীশু হৃদয়ের পর্ব - ২০২৩

সুধী,

রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই, অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৬ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শুক্রবার, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর প্রতিপালক যীশু হৃদয়ের পর্ব মহাসমারোহে পালন করা হবে। এই পর্বে পর্বকর্তাদের জন্য শুভেচ্ছা দান পাঁচশত টাকা। এই পর্বে অংশগ্রহণ করতে ও আশীর্বাদ নিতে সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

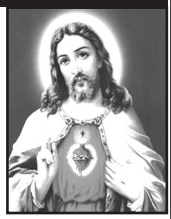

অনুষ্ঠান সমূহ

পর্বের নভেনা : ৭ জুন হতে ১৫ জুন **নভেনা খ্রিস্টযাগ: সকাল ৬:০০টা** **এবং বিকাল- ৪: ৩০মিনিট**	**পর্বীয় খ্রিস্টযাগ** **প্রথম খ্রিস্টযাগ: সকাল - ৬:০০ টায়** **দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগ : সকাল - ৯:০০ টায়**

বিস্তারিত যোগাযোগের জন্য ফোন নাম্বার
মোবাইল: ০১৭১৫০৪১৪৭৮

শুভেচ্ছান্তে

ফাদার আলবিন গমেজ, পালপুরোহিত **ফাদার জুয়েল ডমিনিক কস্তা,** সহকারি পালপুরোহিত ও পালকীয় পরিষদ।

বিজ্ঞ/১৬৮/২৩

কথা শুধু কথা নয়!

রকি রায়

পুনরুত্থান কালের সপ্তম রবিবার বা পুনরুত্থান পর্বের চল্লিশ দিন পরে আমরা বিশ্বজনীন কাথলিক মণ্ডলীতে উদ্‌যাপন করি প্রভু যিশুখ্রিস্টের স্বর্গারোহণ পর্ব। অর্থাৎ পুনরুত্থানের চল্লিশ দিন পর যিশু তার শিষ্যদের সামনে জৈতুন পর্বতের উপর থেকে স্বর্গারোহণ করলেন। মাতা মণ্ডলী এই দিনটিকে আরেকটি অর্থপূর্ণ নাম দিয়েছে "বিশ্ব যোগাযোগ দিবস"। এই নামটি অর্থপূর্ণ এই কারণেই, যিশুর স্বর্গে উন্নীত হওয়ার ঘটনাটি ঈশ্বরের সাথে আমাদের যোগাযোগের এক নতুন দ্বার উন্মোচিত করেছে। আদিতে ঈশ্বর মানুষের সাথে কথা বলতেন প্রবক্তা ও পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যদিয়ে। কিন্তু কালের পূর্ণতায় তিনি নিজ পুত্রের মুখ দিয়ে মানুষের সাথে কথা বলেছেন। যিশুর জন্মের মাধ্যমে এই যোগাযোগ শুরু হয়েছিল। আর যিশুর স্বর্গারোহণের মাধ্যমে তা এখনও অব্যাহত রয়েছে। যিশু হলেন আমাদের ও পিতা ঈশ্বরের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী, তিনি যেন নেটওয়ার্কের টাওয়ার, আমাদের কথা তিনি ঈশ্বরকে জানান এবং ঈশ্বরের কথা, ইচ্ছা, পরিকল্পনা তিনি আমাদের জানিয়েছেন এবং এখনও জানান। আমরা মানুষ, অন্যান্য সৃষ্টি থেকে আলাদা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তির জন্য। কিন্তু আরেকটি উপাদান রয়েছে যা আমাদের অন্য সৃষ্টির থেকে আলাদা করে, তা হল ভাষা। আমাদের রয়েছে ভাষা, কথিত ভাষা, লিখিত ভাষা, আবেগিক ভাষা, সাংকেতিক ভাষা। সবচেয়ে চর্চ্চিত ভাষা হল মৌখিক বা কথিত ভাষা আমরা কথার মাধ্যমে আমাদের মনের ভাব আদান প্রদান করি। কথাই হল আমাদের যোগাযোগের অন্যতম ও সর্বব্যবহৃত মাধ্যম। অনেক সময় আমরা বুঝে কথা বলি, অনেক সময় না বুঝে, অনেক ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করে কথা বলি, অনেক সময় খেয়ালীপনায়। কিন্তু যোগাযোগের মাধ্যম এই কথা কিন্তু শুধু কথা নয় আরও বড় কিছু। স্রষ্টা তাঁর বাণী/কালাম দিয়ে এই সৃষ্ট সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মুখের বাণী অর্থাৎ তাঁর কথা দিয়ে। তাই কথা শুধু কথা নয়।

কথা হতে পারে প্রভাবশালী- জেজুইট বা যিশুসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধু ইগ্নাসিউস, যিনি যুবা বয়সে ছিলেন একজন উচ্চাভিলাসী যুবক, নাম, যশ, খ্যাতি, রাজকন্যা ছিল তার জীবনের অভিসন্ধি। একবার যুদ্ধে আহত হয়ে অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় বসে বাইবেল ও সাধু-সাধ্বীদের জীবনকাহিনী পড়ে হয়ে ওঠেন খ্রিস্টসৈনিক। খ্রিস্টপ্রেমিক, নিঃস্ব, ত্যাগী ও মরমী সাধক। যাজক হবার অভিপ্রায়ে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তার দেখা হয় সাধু ফ্রান্সিস্ জেভিয়ারের সাথে, যিনিও তার যুবা বয়সে ছিলেন উড়নচণ্ডী ও ভোগবাদী স্বভাবের। কিন্তু যথেষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত ও সম্ভাবনাময় ছাত্র। যিনি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রয়াসে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছিলেন। একদিন সাধু ইগ্নাসিউস তাকে শোনালেন যিশুর সেই অমৃতবাণী, "মানুষ যদি সমগ্র জগৎ লাভ করে কিন্তু নিজের আত্মাকে হারায় তবে তার কী লাভ?" যিশুর এই উক্তি সাধু ইগ্নাসিউসের মুখে শোনার পর তা সাধু ফ্রান্সিস্ জেভিয়ারের জীবনে আমূল পরিবর্তন আনে। তিনি হয়ে উঠেন যিশু সংঘের সহপ্রতিষ্ঠাতা, ভারতের নির্ভিক পরিব্রাজক, হাজার হাজার ভারতীয়ের মন পরিবর্তনের কারণ এবং পরিব্রাজকদের প্রতিপালক। তার জীবন ও মনপরিবর্তনের ঘটনা প্রকাশ করে কথা কতটা প্রভাবশালী।

কথা হতে পারে বোধোদয়ের কারণঃ- এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই বৈশালী রাজ্যের নগর বধূ আম্রপালির বোধোদয়ের ঘটনা। তিনি ছিলেন গৌতম বুদ্ধের সময় কালের একজন পতিতা। যাকে সবাই নগর-বধূ বলে সম্বোধন করত। অনেক ধনী ও রাজবংশীয় লোকেরা তার কাছে আসত রাত কাটাতে, বিনিময়ে দিয়ে যেত অজস্র ধন সম্পদ। এতকিছুর পরেও আম্রপালির হৃদয়ে শান্তি ছিল না। একদিন তিনি জানতে পারলেন তার বাড়ির পাশের বাগানে গৌতম বুদ্ধ তার শিষ্যদের নিয়ে উঠেছেন। আম্রপালি নিজেকে কাপড় দিয়ে ঢেকে সেই বাগানে গেলেন প্রভু বুদ্ধের উপদেশ শুনতে। "আসক্তিই সমস্ত দুঃখের মূল" বুদ্ধের এই অনাসক্তের বাণী তার হৃদয়কে আলোড়িত করলেন। তিনি লোকলজ্জা ত্যাগ করে সবার সামনে গিয়ে গৌতম বুদ্ধকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ দিলেন। গৌতম বুদ্ধও সেই নিসন্ত্রণ গ্রহণ করলেন, পথিমধ্যে বৈশালীর যুবরাজের সাথে দেখা হয় প্রভু গৌতম বৌদ্ধের। যুবরাজ নিজেও গৌতম বুদ্ধকে নিজের রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ জানান। কিন্তু আম্রপালির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার দরুন তিনি যুবরাজের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। এই ঘটনাও আম্রপালির জীবনকে নাড়া দেয়। যথারীতি নগরবধূ আম্রপালির গৃহে পৌঁছে নিমন্ত্রণ রক্ষা করলেন প্রভু বুদ্ধ এবং আম্রপালিকে অনাসক্তের উপদেশ দেন। সেদিন আম্রপালি নিজের আলিশান প্রাসাদ, দাস-দাসী, ধন সম্পদ সব বিসর্জন দিয়ে নিজের মস্তক মুণ্ডিত করে গেরুয়া আবরনে সজ্জিত হয়ে গৌতম বুদ্ধের শিষ্যা হন। সেদিন গৌতম বুদ্ধের কথা তার বোধোদয়ের কারণ ছিল।

কথার শক্তি আছে রূপান্তরেরঃ- রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকি, প্রথম জীবনে ছিলেন একজন দস্যু, রত্নাকর দস্যু নামে খ্যাতি ছিল তার। একদিন বনে দস্যুবৃত্তি করে হাসিমুখে, আনন্দ চিত্তে ঘরে ফিরছিলেন রত্নাকর। পথে যেতে দেখা হল ঋষি নারদের সাথে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন এই দস্যুবৃত্তির কারণ কি? রত্নাকর, উত্তর দিল পরিবার পরিজনদের জীবনের নিমিত্তে তার এই দস্যুবৃত্তি। ঋষি নারদ তাকে একটি কাজ দিয়ে বললেন, "রত্নাকর, তুমি এই দস্যুবৃত্তি করে পাপ করেছ"। এখন যাও গৃহে ফিরে তোমার পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজনদের জিজ্ঞেস কর তারা কেউ তোমার পাপের ভাগী হবে কিনা? রত্নাকর তাই করলেন তার জীবনসঙ্গী স্ত্রী থেকে শুরু করে সবাই এককথায় বলল, "না " আমি তোমার পাপের ভার নিব না। তিনি ব্যথিত হৃদয়ে ঋষি নারদকে জানালেন, কেউই তার পাপের ভার নিবেনা। তাহলে উপায়? ঋষি নারদ তাকে বললেন রাম রাম বলে জপ কর। রত্নাকর গাছের তলায় বসে রাম রাম জপ করতে শুরু করলেন কিন্তু যতবার তিনি রাম রাম বলছিলেন ততবার তিনি মরা মরা শুনছিলেন। এভাবে এক ধ্যানে কেটে গেল অনেক কাল তার চারপাশে জন্ম নিল ঝোপ ঝাড়। এমনকি তা শরীরের চারপাশে গড়ে উঠল উইঢিবি। একদিন খুলে গেল তার অন্তর্দৃষ্টি, শরীর থেকে খসে পড়ল উইঢিবি সাথে সাথে তার দস্যুবৃত্তিও। রত্নাকর দস্যু নাম পরিবর্তন করে তিনি হয়ে উঠলেন বাল্মীকি যার অর্থ উইঢিবি। দেবী স্বরসতীর বর প্রাপ্ত হয়ে তিনি রচনা করেন বাল্মিকি রামায়ণ। একটা প্রশ্ন- কেউ কি তোমার পাপের বোঝা বহন করবে? একটা শব্দ- রাম নাম কীভাবে রূপান্তরিত করেছিল দস্যু রত্নাকরকে।

কথা একজন মানুষকে ভাঙ্গতে পারেঃ- এতক্ষণ আমরা দেখলাম কথা কীভাবে মানুষকে প্রভাবিত, আলোকিত ও রূপান্তরিত করতে পারে। অর্থাৎ কথার আছে ইতিবাচক শক্তি। পক্ষান্তরে কথা হতে পারে মানুষের হৃদয় ভাঙ্গার কারণ। এর জন্য হয়তো বলা হয় মানুষের জিহ্বা হাড়বিহীন একটা নরম মাংসপিণ্ড কিন্তু এর শক্তি আছে মানুষকে ক্ষতবিক্ষত করার। পাঠক নিশ্চয়ই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যয়ের দেবদাস উপন্যাসের নাম শুনেছেন,পড়েও থাকবেন হয়তো। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র দেবদাস এবং পার্বতী। ছেলেবেলার বাল্যসখা দেবদাস, যৌবনে হয়ে ওঠে পার্বতীর প্রেমিক-পুরুষ। প্রেমকে পরিণয়ে রূপ দিতে পার্বতীর মা দেবদাসের মাকে এই যুগলের বিয়ের প্রস্তাব দেয়। দেবদাসের মা খুশি হলেও দেবদাসের বাবা পার্বতীকে ছোট ঘরের, বেচাকেনা ঘরের মেয়ে বলে এবং এই বিয়েতে অসম্মতি জানান। পার্বতী এ কথা জানতে পেরে দেবদাসের পা ধরে তার চরণে আশ্রয় চায়। দেবদাস তার বাবাকে রাজি করাতে না পেরে গ্রাম থেকে কলকাতায় ফিরে যান। সেখান থেকে চিঠি মারফত পার্বতীকে জানান বাবার অমতে সে পার্বতীকে বিয়ে করতে পারবে না। বাবার এক কথা সে ছোট ঘরের, বেচাকেনা ঘরের মেয়ে। এই চিঠি পেয়ে হৃদয় ভেঙ্গে যায় পার্বতীর। কিছুদিন পরে, পার্বতীকে বিয়ে করবে এই মনস্থির করে গ্রামে ফেরে দেবদাস। নিজের ভুল শুধরে বুকে সাহস সঞ্চার করে পার্বতীর সামনে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু ততদিনে হাতিপোতার জমিদারের সাথে পার্বতীর বিয়ে ঠিকঠাক। পার্বতী দেবদাসকে চঞ্চল প্রকৃতি আর কাপুরুষ বলে অপমান

করে। উপন্যাস এগিয়ে যায়, একদিকে পার্বতী হাতিপোতার জমিদার গিন্নী অন্যদিকে দেবদাস ছন্নছাড়া, শরীরভর্তি মরণব্যাধি বয়ে বেড়ানো মাতাল পুরুষ। হৃদয়ে সাগরসম প্রেম থাকতেও তারা একে অপরকে দেখতে, ছুঁতে পারে নি জীবনের পরের বছরগুলোতে। অদৃষ্টের লিখনে দেবদাসের মৃত্যু পার্বতীর শ্বশুর বাড়ির সদর দরজার সামনে হলেও, পার্বতী শেষবারের মতো দেবদাসের মুখ দেখতে পারে নি। কথা, হৃদয় ভাঙ্গা কথা, দেবদাস বলেছে তুমি ছোটঘরের, বেচাকেনা ঘরের মেয়ে, আর পার্বতীর উত্তর তুমি চঞ্চল প্রকৃতি এবং কাপুরুষ। কীভাবে এই কথা গুলো দুটি জীবন কেড়ে নিল। দেবদাস মরে গিয়ে বেঁচে গেল আর পার্বতী বেঁচে থেকেও ছিল মৃতপ্রায়।

কথার শক্তি আছে মানুষকে ধ্বংস করার:- বাইবেলে বর্ণিত কৃষক নাবোতের কাহিনী এক্ষেত্রে **প্রযোজ্য।** রাজা আহাবের রাজপ্রাসাদের পাশেই কৃষক নাবোতের আঙ্গুরক্ষেত, এত সুন্দর আঙ্গুরক্ষেত দেখে রাজা আহাব নাবোতকে আঙ্গুরক্ষেতটি তাকে দেওয়ার জন্য বলল। নিজের পিতৃপুরুষদের জমি বলে নাবোত রাজাকে তা দিতে অস্বীকার করে, এতে রাজা মণক্ষুন্ন হন। তিনি নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে মন খারাপ করে বসে থাকেন। রাণী ইসেব্‌ল এ কথা জানতে পেরে রাজা আহাবকে নিশ্চয়তা দিলেন যে, তিনি তাকে এ জমি পাইয়ে দেবেন। রাণী ইসেবল দু'জন লোককে নির্ধারণ করেন। যারা একটি বিচারসভায় নাবোতের বিরুদ্ধে ঈশ্বর নিন্দার মিথ্যা অপবাদ দেবেন। যথা সময়ে তাই হয়। তাদের মিথ্যা সাক্ষ্যে অভিযুক্ত হয়ে ঈশ্বর নিন্দার অভিযোগে প্রস্তরাঘাত করে হত্যা করা হয় নাবোতকে। আর রাজা আহাব নাবোতের আঙ্গুরক্ষেত দখল করে। কথার শক্তি আছে মানুষকে ধ্বংস করার। তাই হয়ত কথাকে বাণের সাথে তুলনা করা হয় "বাক্যবাণ"। দু'জন মানুষের মিথ্যা সাক্ষ্য একজন নিস্পাপ মানুষের প্রাণনাশের কারণ হল।

কথা শুধু কথা নয়, কথার আছে অনেক শক্তি,অনেক ক্ষমতা। মহাদূত গাব্রিয়েল কুমারী মারীয়ার কাছে যিশুর জন্মের বারতা শুনিয়েছিলেন, যা ছিল আনন্দের কথা, আশার কথা। আর যিশুর জন্মের মাধ্যমে সেই বাণী যা জগৎ সৃষ্টির কারণ ছিল তা হয়ে উঠল মানুষ, রক্ত মাংসের মানুষ। আবার অন্যদিকে অকৃতজ্ঞ মানুষ, দুই শব্দের বাক্য ক্রুশে দাও, ক্রুশে দাও বলে প্রদেশপাল পিলাতকে বাধ্য করেছিল জগৎত্রাতা যিশুকে ক্রুশে ঝুলিয়ে হত্যা করতে। একইভাবে আমাদের কথাও অন্যদের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে। আমাদের ছোট প্রশংসা, হাসিমুখে নেওয়া একটু খোজ খবর অন্যদের জীবনে প্রাণ আনতে পারে, অন্যকে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করতে পারে বা জাগাতে পারে বাঁচার নতুন আশা। পক্ষান্তরে তৃতীয় কোন ব্যাক্তির বিষয়ে নিন্দা, কুৎসা বা সমালোচনা করে আমরা কারো হৃদয় থেকে কাউকে চিরতরে মুছে ফেলতে পারি যা কিনা পোপ ফ্রান্সিসের মতে নরহত্যার সামিল। তাই কথা শুধু কথা নয়। একবার একজন লোক দার্শনিক সক্রেটিসকে বললেন, আপনার একজন ছাত্র সম্পর্কে আমার কিছু বলার আছে। সক্রেটিস তাকে বললেন, বেশ তবে আপনি শুরু করার আগে আপনাকে তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রথম প্রশ্ন, "আপনি যে কথাটি বলবেন আপনি কি সে কথাটি সম্পর্কে নিশ্চিত?" লোকটি উত্তর দিল, "না"। দ্বিতীয় প্রশ্ন, "আপনি যে কথাটি বলবেন সেই কথাটি কি ভালো?" লোকটি উত্তর দিল, "না"। তৃতীয় প্রশ্ন, "আপনি আমার ছাত্রের বিষয়ে যে কথাটি আমাকে বলবেন তা কি আমার জন্য উপকারী?" লোকটি লজ্জিতভাবে উত্তর দিল, "না"। তখন সক্রেটিস তাকে বললেন, তাহলে যে কথা আপনি নিশ্চিত নন, যে কথা ভাল নয়, যে কথা আমার জন্য উপকারী নয় সে কথা আপনি আমাকে বলবেন কেন? সক্রেটিস সত্যিই দার্শনিকদের পুরোধা ছিলেন। তিনি কি চমৎকার করে আমাদের শিখালেন আমরা যখন কাউকে কোন তথ্য দেই তা কেমন হওয়া উচিত। কেমন কথা বললে আমাদের ব্যাক্তিত্ব ও যোগাযোগ সুন্দর থাকবে, সার্থক হবে আমাদের যোগাযোগ। এবার মহামতি পিথাগোরাসের একটি উক্তি দিয়ে শেষ করি তিনি বলেছিলেন, "তখনই কথা বল যখন তোমার কথা নীরবতার চেয়ে বেশি সুন্দর"॥

তথ্যঋণ:-
১। পবিত্র বাইবেল।
২। উইকিপিডিয়া।

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা

দ্রুত যোগাযোগ ও গুণগত সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ প্রধান কার্যালয় বা নিকটস্থ সেবাকেন্দ্রে এসে নিম্নোক্ত তথ্য হালনাগাদ করুন

হালনাগাদের বিষয় নিম্নরূপ

১. জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী নিজ নাম সংশোধন।
২. বৈবাহিক অবস্থার তথ্য হালনাগাদকরণ।
৩. প্রচলিত আইন অনুসারে সঠিক উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।
৪. মোবাইল ও ই-মেইল আইডি হালনাগাদকরণ।
৫. পেশা, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা হালনাগাদকরণ।

তথ্য হালনাগাদ করুন

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
প্রেসিডেন্ট
দিসিসিসিইউলি:,ঢাকা।

মাইকেল জন গমেজ
সেক্রেটারি
দিসিসিসিইউলি:,ঢাকা।

বিজ্ঞ/১৬৮/২৩

পারিবারিক আধ্যাত্মিকতায় জপমালা প্রার্থনার গুরুত্ব

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সমবেত প্রার্থনা অনুষ্ঠান। কেননা, এই পবিত্র খ্রিস্টযাগে যিশু ও আপনার-আমার মধ্যে সরাসরি মিলন সাধিত হয়। অর্থাৎ আপনি-আমি অদৃশ্য ঈশ্বরকে দৃশ্যমান পবিত্র রুটির আকারে বিদ্যমান মানবরূপী যিশুর মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হই, তাঁর পবিত্র স্পর্শ অনুভব করি, তাঁর সাথে আমাদের হৃদয়ের ভালবাসা, সুখ-আনন্দ, দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করি। তাই এই মিলন এক স্বর্গীয় অভিজ্ঞতা, স্বর্গের পূর্ব-স্বাদ। তাই, খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের স্থান সকল প্রার্থনা-উপাসনার উপরে।

কিন্তু এই মিলন শুধু যিশু আর আপনার-আমার মধ্যে নয়, এই স্বর্গীয় মিলন পরিপূর্ণ হয় তখনই, যখন তা পবিত্র ত্রিত্বের রহস্যে পরিবৃত্ত হয়- পবিত্র ত্রিত্বের প্রেমময় মিলন রহস্য বাস্তব রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ, ঈশ্বর যেমন পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা- এই তিনে মিলে এক তেমনি ভাবে, পবিত্র খ্রিস্টযাগে এই মিলন ত্রি-ব্যক্তি কেন্দ্রিক - যিশু ও আমি এবং অন্যদের সাথে আমার মিলন-উৎসব।

পারিবারিক জপমালা 'গৃহ-মণ্ডলী'র মিলন-উৎসব

পারিবারিক জপমালা প্রার্থনা হলো 'গৃহ-মণ্ডলী'র তেমনি আরেকটি মিলন উৎসব, যেখানে পরিবারের সবাই একত্রে ধন্যা কুমারী মারীয়ার সাথে পরিবারের বিশ্বাসের মিলন-উৎসব উদ্‌যাপন করি। যিশুর সাথে এই মিলন-উৎসবে 'আমি' পরিবারের বা কম্যুনিটির অন্যদের সঙ্গে নিয়ে এবং মা মারীয়ার সাথে এই মিলন বা একতার উৎসব উদ্‌যাপন করি - যিশুর জীবন ধ্যানপূর্ণ প্রার্থনা করার মধ্যদিয়ে। কাজেই পবিত্র জপমালা হলো 'গৃহ-মণ্ডলী'-র মিলন উৎসব- মা মারীয়ার সাথে পরিবারের সবাই মিলে যিশুখ্রিস্টের প্রতি আমাদের বিশ্বাস উদ্‌যাপনের উৎসব। প্রতিদিন গির্জায় যাওয়া পরিবারের সবার জন্যে সম্ভব হয়ে ওঠে না; কিন্তু প্রতিদিন আমরা আমাদের পরিবারে- যা দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার ভাষায় 'গৃহ-মণ্ডলী'-তে আমাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাস উদ্‌যাপন করতে পারি।

পারিবারিক আধ্যাত্মিকতায় জপমালা প্রার্থনার গুরুত্ব

পরিবার হলো সমাজের এবং আধ্যাত্মিকতার প্রথম ও প্রধান ভিত্তি। পরিবারের মধ্যেই একটি শিশু সৃষ্টিকর্তার সাথে প্রথম পরিচিত হয়। সেই ক্ষেত্রে শিশুর পিতামাতা, ঠাকুরমা-ঠাকুরদা, বড় ভাইবোন বড় ভূমিকা পালন করে থাকে ও অনেক অবদান রাখতে পারে। শিশুরা বড়দের দেখে অনেক কিছু শিখে, কেননা তারা অনুকরণ প্রিয়। পরিবারে বড়রা প্রার্থনা ও ধর্মীয় গান করলে শিশু সহজেই তা শিখে যায়; পরিবারে পিতামাতা, ঠাকুরমা-ঠাকুরদা, বড় ভাইবোন একজন ধর্মশিক্ষকের কাজ করেন, যা শিশুর ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গঠনে বড় সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

জপমালা প্রার্থনা হলো একটি পারিবারিক প্রার্থনা

প্রথমত: পবিত্র জপমালা প্রার্থনা হলো একটি পারিবারিক প্রার্থনা- পরিবারের সকলের সম্মিলিত বিশ্বাস উদ্‌যাপনের উৎসব। তাই খ্রিস্টমণ্ডলী সব সময় জোর দিয়ে আসছে যেন পরিবারের সবাই চেষ্টা করে (সন্ধ্যায়/রাতে) একত্রে বিশ্বাসপূর্ণ এই জপমালা প্রার্থনা করতে, একে অপরের কাছে বিশ্বাস ঘোষণা করতে পরিবারের সকলে মিলে মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করতে। তাই, পারিবারিক জপমালা প্রার্থনা করার সময় পরিবারের সবাই মিলে যেন একটি জীবন্ত জপমালা হয়ে উঠে, যারা একত্রে খ্রিস্টবিশ্বাস ঘোষণার মধ্যদিয়ে পারিবারিক মিলন ও একতার বন্ধন সুদৃঢ় করে তোলেন। এভাবে তারা যেন বিশ্বাসের একতায় পারিবারিক প্রেমের সেতুবন্ধন রচনা করে একটি জীবন্ত জপমালা হয়ে অন্যকে অনুপ্রাণিত করেন।

এই প্রসঙ্গে সাধু দ্বিতীয় জন পল বলেন: "জপমালা একটি শান্তির প্রার্থনা ছাড়াও এটি একটি পারিবারিক প্রার্থনা হিসাবে সর্বদা বিবেচিত হয়ে আসছে। এক সময় এই প্রার্থনা খ্রিস্টান পরিবারগুলোর কাছে বিশেষভাবে প্রিয় ছিল এবং এটি তাদেরকে সুনিশ্চিতভাবে একত্রিত করেছে। এই মূল্যবান ঐতিহ্য যেন হারিয়ে না যায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। জপমালা প্রার্থনা চালিয়ে যাওয়ার মধ্যদিয়ে পারিবারিক প্রার্থনা এবং পরিবারের জন্য প্রার্থনা করার চর্চায় আমাদের ফিরে যাওয়া প্রয়োজন।"[২] পবিত্র জপমালা প্রার্থনার বিখ্যাত প্রচারক 'ঈশ্বরের সেবক' ফাদার প্যাট্রিক পেইটন সিএসসি, পারিবারিক একতা, প্রেমবন্ধন ও শান্তি সুরক্ষায় পারিবারিক জপমালা প্রার্থনাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। পারিবারিক একতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে রচিত এবং সারা বিশ্বে অতি সুপরিচিত তার বিখ্যাত স্লোগান সাধু দ্বিতীয় জন পল এখানে তুলে ধরেন: "যে পরিবার একত্রে প্রার্থনা করে, সেই পরিবার একত্রে বাস করে।"[৩]

জপমালা প্রার্থনা একটি ধ্যানময় প্রার্থনা

দ্বিতীয়ত: পবিত্র জপমালা প্রার্থনা একটি ব্যক্তিগত নীরব-ধ্যানময় প্রার্থনা ও গভীর আধ্যাত্মিক অনুশীলন। অনেকেই তাদের সুবিধামত সময়ে ব্যক্তিগত ভাবেও এই প্রার্থনা করে থাকেন। কেউবা একদিনে একাধিক বার জপমালা প্রার্থনা করে থাকেন। বাসে, ট্রেনে, প্লেনে, একাকি পথ চলায়, অসুস্থতায় বিছানায় শুয়ে, বৃদ্ধ বয়সের অবসর সময়ে অনেকেই দিনে একাধিকবার পবিত্র জপমালা প্রার্থনা করে থাকেন এবং অন্তরে অনেক প্রশান্তি, আশা, আনন্দ ও দৃঢ় মনোবল লাভ করেন। সাধু পাদ্রে পিও প্রতিদিন কমপক্ষে চল্লিশবার, কখনো বা পঞ্চাশবার জপমালা প্রার্থনা করতেন। আর এভাবে তিনি হয়ে উঠেছেন পবিত্র জপমালা প্রার্থনার একজন বড় সাধক, প্রচারক ও অনুপ্রেরণাদাতা।

পবিত্র জপমালা প্রার্থনা হলো একটি ধ্যানময় প্রার্থনা। মা মারীয়ার সাথে আমরাও পরিবারের সবাই মিলে সেই একই ধ্যানে যোগদান করি খ্রিস্ট-ধ্যানে প্রবেশ করি এবং যিশুর শান্তি-আশীর্বাদ লাভ করি। সাধু দ্বিতীয় জন পল এই প্রসঙ্গে বলেন: "জপমালা প্রার্থনার মধ্যে খ্রিস্ট-ধ্যান নিহীত" ("The Rosary---consists in the contemplation of Christ)। মা মারীয়া যেমন ঈশ্বরের বাণী অন্তরে গেঁথে রাখতেন এবং তা ধ্যান করতেন *(লূক ২:১৯)*, আমরাও জপমালা প্রার্থনার সময় যিশুর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও শিক্ষা অন্তরে ধারণ করি এবং তা নিয়ে ধ্যান করি। তাই প্রতিটি নিগুঢ়তত্ত্বের পরে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সবাইকে আহ্বান জানানো হয়: "আইস আমরা এই নিগুঢ়ততত্ব ধ্যান করি।"

জপমালা প্রার্থনা হলো শান্তির প্রার্থনা

সাধু দ্বিতীয় জন পল বলেন: "জপমালা

প্রার্থনা হলো শান্তির প্রার্থনা এবং পরিবারের জন্য প্রার্থনা।" আমাদের জীবনের ভিত্তি হলো পরিবার, পরিবারই আমাদের আশ্রয়। কেননা, পরিবারেই আমাদের জন্ম, লালন-পালন, বেড়ে উঠা, শিক্ষা-দীক্ষা এবং মৃত্যুবরণ। পরিবার হলো সমাজের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি ও প্রাণকেন্দ্র। পরিবারবিহীন বা সমাজবিহীন কোন মানুষ বাস করতে পারে না। তাই দার্শনিকদের পিতা সক্রেটিস বলেছেন:"মানুষ সামাজিক জীব। যে মানুষ সমাজে বাস করে না, সে হয় পশু, নয় তো দেবতা।" আর প্রত্যেক মানুষের জন্যে পরিবার হওয়া চাই একটি শান্তির নিবাস- একটি 'শান্তি-নিকেতন' - যেখানে মানুষ স্বর্গের শান্তি-প্রীতি গভীর ভাবে উপলব্ধি করবে এবং সেই শান্তি স্থাপনের জন্যে এবং তা আকড়ে ধরে রাখার জন্যে কাজ করবে। এই স্বর্গীয় শান্তি-প্রীতি ঈশ্বরের একটি আশীর্বাদ ও মহান দান। শান্তিদাতা ঈশ্বরের এই মহা দান লাভ করার জন্যে তাঁর কাছে আমাদের প্রতিদিন প্রার্থনা করা কর্তব্য। তাই যিশু বলেন: "তোমরা চাও, তোমাদের দেওয়া হবে কেননা যে চায়, সে পায়।"

জপমালা প্রার্থনা করে অনেকে অন্তরে গভীর শান্তি লাভ করে থাকেন লাভ করেন স্বর্গীয় প্রশান্তি যা জগত দিতে পারে না। এই শান্তির উৎস স্বয়ং শান্তিদাতা ঈশ্বর। এই পরম শান্তি আমরা জপমালা প্রার্থনার সময় আমরা মা মারীয়ার সাথে যিশুর জীবন ধ্যান করার মধ্যদিয়ে লাভ করে থাকি। সাধু দ্বিতীয় জন পল এই প্রসঙ্গে বলেন: "জপমালা প্রার্থনা স্বভাবতই একটি শান্তির প্রার্থনা, এটি খ্রিস্ট-ধ্যানের (contemplation of Christ) মধ্যে নিহীত, যিনি শান্তিরাজ।"

জপমালা প্রার্থনা হলো মঙ্গলসমাচারের সার-সংক্ষেপ

জপমালা প্রার্থনা হলো পবিত্র বাইবেল ভিত্তিক প্রার্থনা, বিশেষ ভাবে পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মের উপর ভিত্তি করে রচিত। এই প্রার্থনায় পবিত্র বাইবেলের বাইরে বা বাইবেল কর্তৃক অসমর্থিত কিছুই নেই। জপমালা প্রার্থনা হলো 'যিশু-কেন্দ্রীক প্রার্থনা', ধন্যা কুমারী মারীয়াকে কেন্দ্র করে নয়। এই প্রার্থনায় আমরা বরং ধন্যা মারীয়ার সাথে 'যিশু-কেন্দ্রীক প্রার্থনা' বা যিশুর জীবন ধ্যানে প্রবেশ করি। জপমালা প্রার্থনা করার মধ্যদিয়ে আমরা যিশুর পূর্ণাঙ্গ জীবন-ধ্যানে প্রবেশ করি : যিশুর দেহধারণ রহস্য, তাঁর আশ্চর্য জন্ম গ্রহণ, শিক্ষা দান ও ঐশরাজ্য সম্বন্ধে প্রচার, মুক্তির বারতা কথায় ও কার্যে প্রকাশ, মানব-মুক্তির জন্যে তাঁর চরম কষ্টময় ক্রুশীয় মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে শয়তানের সমস্ত শক্তি ও মৃত্যুর উপর তাঁর চূড়ান্ত বিজয় সূচনা, স্বর্গে তাঁর মহিমার আসন গ্রহণ এবং নিজ গর্ভধারিণী মাকে **নিজের পাশে সম্মানের আসন প্রদান - পবিত্র মঙ্গলসমাচার সমূহে বর্ণিত এসব কিছুই আমরা জপমালা প্রার্থনায় ধ্যান ও প্রার্থনা করি। তাই পোপ সাধু দ্বিতীয় জন পল বলেন: "জপমালা প্রার্থনা হলো মঙ্গলসমাচারের সার-সংক্ষেপ" (The Rosary, "a compendium of the Gospel.")। তিনি বলেন যে, সেই কারণেই পোপ ষষ্ঠ পল "জপমালা প্রার্থনা সম্পর্কে বলেছেন: জপমালা প্রার্থনা হলো "একটি মঙ্গলসমাচার-প্রার্থনা" (a Gospel prayer)।"**

জপমালা প্রার্থনা হলো মা মারীয়ার সাথে যিশুর জীবন ধ্যান

জপমালা প্রার্থনায় আমরা মা মারীয়ার সাথে যিশুর সমগ্র জীবন ধ্যান করি। এই প্রার্থনাকে বলা হয় "খ্রিস্টকেন্দ্রিক" প্রার্থনা, যা সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র বাইবেল ভিত্তিক। তাই পোপ সাধু দ্বিতীয় জন পল বলেন: "জপমালা প্রার্থনা মা মারীয়ার সাথে যিশুর শ্রীমুখ ধ্যান ছাড়া অন্য কিছু নয়।"

সাধু দ্বিতীয় জন পল উল্লেখ করেন যে, জপমালা প্রার্থনায় আমরা মা মারীয়ার সাথে যিশুর জীবনের গভীরে প্রবেশ করে তাঁর সাথে একাত্ম হই। তিনি সেই একাত্মতার কতগুলো দিক উল্লেখ করেন:

(১) **মা মারীয়ার সাথে খ্রিস্টকে স্মরণ করা (Remembering Christ with Mary),**

(২) **মা মারীয়ার কাছ থেকে খ্রিস্টের সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করা (Learning Christ from Mary),**

(৩) **মা মারীয়ার সাথে খ্রিস্টের মত হয়ে উঠা (Being conformed to Christ with Mary),**

(৪) **মা মারীয়ার সাথে খ্রিস্টের কাছে প্রার্থনা করা (Praying to Christ with Mary),**

(৫) **মা মারীয়ার সাথে খ্রিস্টকে প্রচার করা (Proclaiming Christ with Mary)।**

পবিত্র জপমালা প্রার্থনার সময় মা মারীয়ার সাথে আমরা যিশুর সমগ্র জীবন ধ্যান করি। জপমালা প্রার্থনায় যিশুর জীবনকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

(১) **আনন্দময় ধ্যান: পাপীর পরিত্রাণের জন্যে যিশুর মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের মানব-দেহধারণ রহস্য ধ্যান।**

(২) **জ্যোতির্ময় বা আলোকময় ধ্যান: যিশুর প্রচারকর্ম ও পালকীয় সেবাকাজ ধ্যান।**

(৩) **শোকময় ধ্যান:** মানব-মুক্তির জন্যে যিশুর চরম কষ্টভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যু ধ্যান।

(৪) **গৌরবময় ধ্যান:** যিশুর গৌরবগাঁথা ও তাঁর নিজ জননীকে মহান সম্মান প্রদান ধ্যান।

জপমালা প্রার্থনা আহ্বানের বীজতলা

জপমালা প্রার্থনা হলো আহ্বানের বীজতলা (Rosary prayer is the Seed-Bed for Vocations) যেখান থেকে নিবেদিত ও যাজকীয় জীবনের অনেক আহ্বান উৎসারিত। দীর্ঘ নয় বছর হলি ক্রস রোজারি মিনিস্ট্রিতে সেবাকাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশের সকল ধর্মপ্রদেশে এবং অনেক প্যারিশ-গির্জায় এবং গ্রামীণ-গির্জা গুলোতে প্রচার করার সুযোগ হয়েছে। প্রচারকালে অনেক ফাদার-ব্রাদার-সিস্টারদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, তাদের আহ্বানের জন্যে কোন্ অনুপ্রেরণা বা শক্তি সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে। এর উত্তরে প্রায় সবাই বলেছেন যে, তাদের আহ্বানের জন্যে দৈনিক সন্ধ্যায় পারিবারিক জপমালা প্রার্থনা বড় অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে, যেসব পরিবারে এবং যেসব অঞ্চলে পারিবারিক জপমালা প্রার্থনা তেমন হয় না, সেই সব পরিবার ও অঞ্চল থেকে নিবেদিত ও যাজকীয় জীবনের আহ্বানের অনেক অভাব রয়েছে। তাই, সুনিশ্চিত ভাবে এই কথা বলা চলে যে, দৈনিক সন্ধ্যায় পারিবারিক জপমালা প্রার্থনা হলো আহ্বানের বীজতলা বা আহ্বানের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র ও উৎস।

সন্তানদের আধ্যাত্মিকতা ও সুচরিত্র গঠনে পারিবারিক প্রার্থনার প্রভাব

বিখ্যাত বিজ্ঞানী নিউটন বলেছেন: "প্রতিটি ক্রিয়ারই সর্বদা সম-পরিমাণ ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে" (For every action, there is an equal and opposite reaction)। এই উক্তিটি যেমন সর্বক্ষেত্রে সত্য, তেমনি এটিও পরম সত্য যে, প্রতিটি কর্মেরই প্রতিফল (Cause and Effect) রয়েছে। বিখ্যাত ভারতীয় নাট্যকার রাম নারায়ণ তর্ক রত্নের বিখ্যাত উক্তি: "যেমন কর্ম তেমন ফল।" ধর্মীয় নীতিকথার দিক পবিত্র বাইবেলে তাই বলা হয়েছে: "যে যেমন পরিশ্রম করে, সে তেমন নিজের বেতন পাবে" (*১ করি: ৩:৮*)। সেই যৌক্তিকতায় এটি একটি পরম সত্য যে, প্রার্থনা করার যেমন সুফল রয়েছে, তেমনি প্রার্থনা না-করার কুফলও রয়েছে। এই সত্যটির উপর ভিত্তি করে পারিবারিক জপমালা আন্দোলনের মাধ্যমে এই স্লোগানটি আমি ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছি: "প্রার্থনা করতে করতে একজন হয় স্বর্গের দূত,

প্রার্থনা না করতে করতে একজন হয় নরকের ভূত।"

পারিবারিক জপমালা প্রার্থনা আমাদের জীবন গঠনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। জপমালা প্রার্থনা আমাদেরকে মা মারীয়ার কাছে নিয়ে যায়, যিনি সর্বদা তাঁর সন্তান যিশুকে সার্বিক দিকে গঠন দিয়ে উত্তম মানুষ রূপে গড়ে তুলেছেন। একই ভাবে তিনি আমাদের গঠন দিতে চান যেন আমরা পরিপূর্ণ রূপে যিশুর মত হয়ে উঠি। এই প্রসঙ্গে পোপ সাধু দ্বিতীয় জন পল বলেন: "জপমালা প্রার্থনা আমাদেরকে মা মারীয়ার কাছে নিয়ে যায়, যিনি নাজারেথের গৃহে যিশুর মানবীয় গঠনের দিকে সর্বদা লক্ষ্য রেখেছেন। এটি তাঁকে আমাদের গঠন দিতে এবং একই যত্নের সাথে আমাদেরকে রূপান্তরিত করতে সক্ষম করে তোলে, যতক্ষণ না খ্রিস্ট আমাদের মধ্যে পূর্ণভাবে গঠিত হন।"

প্রার্থনার শক্তি জীবন পরিবর্তন করে

প্রার্থনাই শক্তি (Prayer is power)। তাই প্রার্থনার অনেক সুফল রয়েছে; প্রার্থনার ফলে অনেক আশ্চর্য কার্য সাধিত হয়। প্রার্থনাশীল জীবন মানুষের বিবেককে শাণিত করে। ফলে, প্রার্থনা আমাদের সুন্দর বিবেক, সুন্দর নৈতিক মূল্যবোধ এবং সুন্দর চরিত্র গঠনে প্রভূত সাহায্য করে। ধর্ম হলো সুন্দর মূল্যবোধ-সম্পন্ন জীবন গঠনের চারণভূমি। আর প্রার্থনা হলো ধর্মীয় বিশ্বাস প্রকাশের অন্যতম উত্তম মাধ্যম- যা শুরু হয় মানব জীবনের শৈশব-লগ্ন থেকেই। পোপ সাধু দ্বিতীয় জন পল বলেন: "এটি খুব সুন্দর ও ফলপ্রসূ যে, শিশুদের গঠন ও বৃদ্ধির জন্যে এই প্রার্থনার দিকে তাদের নিয়ে আসা। শিশুদের জন্যে এবং বিশেষ ভাবে, শিশুদের সাথে জপমালা প্রার্থনা করতে তাদের শৈশব থেকেই শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, যাতে তারা প্রতিদিন পরিবারের সাথে "প্রার্থনার প্রশান্তি" অভিজ্ঞতা করতে পারে।"

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস জপমালা প্রার্থনার ব্যাপারে আজকের শিশু ও যুবক যুবতীদের প্রতি বয়স্কদের অভিযোগটি তুলে ধরেন, কেননা অনেকে মনে করেন যে, তারা এই প্রার্থনা করতে পছন্দ করে না। এই সম্বন্ধে পোপ মহোদয় অতি সুন্দর ভাবে জপমালা প্রার্থনার প্রতি শিশু ও যুকদের আগ্রহ ইতিবাচক হিসেবে তুলে ধরে বলেন: "যদি জপমালা প্রার্থনাটি সুন্দরভাবে তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়, তবে আমি নিশ্চিত যে, তরুণরা তাদের তরুণ বয়সের যে উৎসাহ নিয়ে এবং তা তাদের নিজস্ব করে এই প্রার্থনাটি করে, তা বয়স্কদের অবাক করে দেবে।"

জপমালা প্রার্থনা পারিবারিক প্রেম ও একতা বৃদ্ধি করে

পারিবারিক জপমালা প্রার্থনার বিশেষ কতগুলো আশ্চর্য শক্তি রয়েছে, যা পরিবারকে আরো প্রেম, শান্তি, একতা ও ক্ষমাদানের মাধ্যমে পরিবারের একতার ভিত্তিকে আরো সুদৃঢ় ও মজবুত করে তোলে। ফলে পরিবারে জীবন কাটানো আরো সুন্দর, প্রেমময় ও শান্তিময় হয়ে উঠে। তাই যখন কেউ পরিবারে বাস করে তখন একাকি জপমালা প্রার্থনা না করে; বরং পরিবাবের সবার সাথে একত্রে তা করা অতি উত্তম। নতুবা একাকি এই সুন্দর প্রার্থনা করে জপমালা প্রার্থনার বিশেষ স্বর্গীয় উপহার ও আশীর্বাদ থেকে কেউ নিজেকে বঞ্চিত করতে পারে। এখানে পোপ সাধু দ্বিতীয় জন পল ধন্য ফাদার প্যাট্রিক পেইটেনের বিশ্বখ্যাত স্লোগানটি তুলে করেন: "যে পরিবার একত্রে প্রার্থনা করে, সেই পরিবার একত্রে বাস করে।" তাই তিনি বলেন: "জপমালা প্রার্থনা প্রাচীন ঐতিহ্য হিসেবে দেখিয়েছে যে, পরিবারকে একত্র করার জন্যে এটি একটি বিশেষ ফলপ্রসূ প্রার্থনা। পরিবারের প্রতিটি সদস্য যিশুর দিকে দৃষ্টিপাত করে সুযোগ লাভ করে একে অপরের চোখের দিকে তাকানোর, যোগাযোগ করার, সম্প্রীতির বন্ধন প্রকাশ করার, একে অপরকে ক্ষমা করার এবং ঐশ-আত্মার শক্তিতে তাদের প্রেমের সন্ধিকে নবীকরণ করার শক্তি লাভ করে।"

জপমালা প্রার্থনায় মঙ্গলসমাচার প্রচার

প্রার্থনার ফলে মানুষ তার নিজের জীবনে গভীর প্রশান্তি লাভ করে। কেননা, প্রার্থনা মানুষকে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে নিয়ে যায়, যিনি পরম শান্তির উৎস। যিশু আমাদেরকে সর্বদা পারিবারিক বা সমবেত প্রার্থনায় উৎসাহিত করেন; সমবেত প্রার্থনা ঈশ্বরকে তুষ্ট করে। ফলে তিনি সুন্দর হৃদয়ের এরূপ সমবেত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন না। তাই যিশু বলেন: "তোমাদের মধ্যে দু'জন যদি এই পৃথিবীতে কোন কিছুর জন্যে একমন হয়ে প্রার্থনা জানায়, তাহলে আমার স্বর্গনিবাসী পিতা তাদের সেই প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন। কেননা দু'তিনজন লোক আমার নামে যেখানে মিলিত হয়, আমি সেখানে তাদের মাঝে উপস্থিত আছি।" পারিবারিক প্রার্থনার মধ্যদিয়ে আমাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি গ্রহণীয়তা, সহনশীলতা, ক্ষমা দান ও ক্ষমা চাওয়া সহজ হয়। ফলে, পরস্পরের সাথে মিলন ও একতা বৃদ্ধি পায় এবং পরিববারের সদস্যদের মধ্যে ভালবাসার বন্ধন সুদৃঢ় হয়। আর এভাবে পারিবারিক জপমালা প্রার্থনা হয়ে উঠে আমাদের আধ্যাত্মিকতার সোপান, সুন্দর পবিত্র জীবনের অনুপ্রেরণা ও খাদ্য, নৈতিক মূল্যবোধ ও সুন্দর জীবন যাপনের চালিকাশক্তি। আসুন, আমরা প্রতিদিন পরিবারের সবাই মিলে একত্রে জপমালা প্রার্থনা করি এবং পরিবারের সবাই ধন্যা মা মারীয়ার সাথে যিশুর জীবন ধ্যান করি; মায়ের হাত ধরে যিশুর দিকে, তথা স্বর্গের দিকে প্রতিদিন একত্রে যাত্রা করি আর এভাবে প্রতিদিন যিশুর ভালবাসা, শান্তি ও একতার মঙ্গলসমাচার প্রচার করি।

গ্রন্থ সহায়িকা:

১. Vatican Council II, Lumen Gentium #11
২. RosariumVirginis Mariae, Chapter II, No. 41
৩. RosariumVirginis Mariae, Chapter II, No. 41
৪. RosariumVirginis Mariae, Chapter II, No. 40
৫. RosariumVirginis Mariae, Chapter II, No.40
৬. মথি ৭:৭,৮
৭. RosariumVirginis Mariae, Chapter II, No.40
8. RosariumVirginis Mariae, Chapter II, Sub-title
৯. RosariumVirginis Mariae, Chapter II, No. 18
১০. RosariumVirginis Mariae, Conclusion, No. 3
১১. RosariumVirginis Mariae, Chapter I, Sub-titles, Nos. 13,14,15,16,17.
১২. Newton's Third Law, Identifying Interaction Force Pairs, https://www.physicsclassroom.com/class/newtlaws/Lesson-4/Newton-s-Third-Law
১৩. Rosarium Virginis Mariae, Chapter I, No. 15
১৪. RosariumVirginis Mariae, Conclusion, No. 40
১৫. RosariumVirginis Mariae, Conclusion, No. 40
১৬. RosariumVirginis Mariae, Conclusion, No. 41
১৭. মথি ১৮:১৯-২০॥

বাড়ী ভাড়া

১০/ই, ইন্দিরা রোড, তেজগাঁও কলেজের গলিতে নিরাপত্তা ও নিরিবিলি পরিবেশে ৪র্থ তলায়, ২ বেড, ড্রইং-ডাইনিং, দুই বাথরুম, কিচেন ও দুইটি বারান্দা সহ একটি ফ্ল্যাট ভাড়া হবে।

যোগাযোগ

০১৫৫২-৪৪২৭৫০
০১৭৬৫-৫৮৬৩১৮

বিজ্ঞ/১৫৬/২৩

পুনরুত্থানের পর যিশু কোথায়?

সুনীল পেরেরা

পুনরুত্থান পর্বের পর চল্লিশ দিন ধরে যিশু তাঁর শিষ্যদের দেখা দিয়েছেন। এ সময়টায় তিনি কোথায় ছিলেন? তিনি কি প্যালেস্টাইনের কোন এক জায়গায় একা থাকতেন এবং মাঝে মাঝে সেখান থেকে শিষ্যদের দর্শন দিতেন। না তা নয়। তিনি ছিলেন পিতার কাছে। সেখান থেকেই তিনি তার আপনজনদের কাছে নিজেকে দৃষ্টিগোচর করে তুলতেন, করতেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

তাহলে কি যিশু পুনরুত্থান কালেই স্বর্গারোহন করেছিলেন। পুনরুত্থানের দিন প্রত্যুষে মাগদালার মারীয়ার সঙ্গে তার সাক্ষাতের বিষয় চিন্তা করলে দেখা যায় তিনি তাঁকে আকড়ে ধরে থাকতে বারণ করেছিলেন। আগে যে অবস্থা ছিল এখন আর তা নেই। মরজগতের স্বাভাবিক অন্তরঙ্গতা শেষ হয়ে গেছে। যিশুর স্থান এখন পিতার সঙ্গে। তিনি তার স্বর্গারোহন সম্বন্ধে বলেছেন: "আমি তো এখনও উর্ধ্বলোকে পিতার কাছে ফিরে যাইনি। তুমি বরং আমার ভাইদের কাছে যাও তাদের বলো গিয়ে : যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর, আমি এবার উর্ধ্বলোকে তার কাছেই ফিরে যাচ্ছি।"

পুনরুত্থান মানে পিতার সঙ্গে থাকা অর্থাৎ পুনরুত্থানের ঘটনার মধ্যদিয়েই তিনি পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে সমাসীন ।

আবার এম্মাউসের পথে শিষ্যদের কাহিনীর মত বিদায় সম্ভাষণ ও আশীর্বাদের পর খ্রিস্ট হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাননি। তিনি উর্ধ্বে উঠলেন। সন্ত লুক লিখেছেন "আমি পিতার কাছে যাচ্ছি" কিন্তু যিশু তাঁর পুনরুত্থানের পর থেকেই পিতার কাছে রয়েছেন এবং এখনো তিনি আমাদের সঙ্গেও আছেন। স্বর্গারোহনের কাহিনিটি অত্যন্ত সরল, শান্ত, অনারম্বর এক ইঙ্গিত যিশু কোথায় যাচ্ছেনঃ যাচ্ছেন পিতার কাছে। তিনি কিছুক্ষণ ওপরে উঠতে লাগলেন। তারপর একখণ্ড মেঘ এসে তাকে ঢেকে ফেলল। এই মেঘ ঈশ্বরের উপস্থিতি সূচিত করছে। খ্রিস্টের মহিমান্বিত মানবতা আমাদের মত দূরত্ব অতিক্রম করে না। তাছাড়া পিতা বা স্বর্গ উর্ধ্বলোকে নেই। আকাশের আলো, বিরাট পরিসর ও মুক্তি ঈশ্বরের গৃহ হওয়ার চমৎকার প্রতীক বলে এই উর্ধ্বলোকের ধারণা আমাদের মধ্যে এসেছে। কিন্তু যিশু যে পিতার কাছে গিয়েছিলেন তিনি কোন সীমার দ্বারা সীমিত নন।

তাই স্থান সংক্রান্ত কোন কল্পনা আমরা করব না। আমার যা জানি তা হচ্ছে যিশু মানব রূপেই পিতার সঙ্গে আছেন। তিনি মানুষ ও তার দেহ রয়েছে, শুধু তার এই দেহ পার্থিব নয়। আমরা জানি না নতুন সৃষ্টির সূচনা এই যে অস্তিত্ব কি তার প্রকৃতি। আমরা এখন পর্যন্ত এই নতুন সৃষ্টিতে পরিপূর্ণভাবে বাস করি না ও এর গুন বা অবস্থা সম্পর্কে আমরা কিছু বলতে পারি না। তাই পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট এই বর্ণনাতে খুশি থাকতে হবে। অবশ্য এই ভক্তিও রূপক। পিতার দক্ষিণ পার্শ্ব নেই। কিন্তু আমাদের মত লোকের পক্ষে এই কথার মধ্যদিয়ে যে মহিমা ও ভালোবাসা ব্যক্ত হয়েছে তা বোঝা মোটেই কঠিন নয়।

মোট কথা যিশু তার পুনরুত্থান বলেই পিতার সঙ্গে আছেন। তার শেষ দর্শন দান স্বর্গারোহনে এক ব্যঞ্জনাময় ভাবের মধ্যে এই বিষয়টি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। মানব রূপে যিশুর বর্তমান অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, আমরা জানি তিনি পিতার ভালোবাসা পেয়েছেন ।

মানব যিশু ঈশ্বরের মহত্তম সৃষ্টি-সৃষ্টির গৌরব মুকুট। এই জগতে যা কিছু জন্মায়, যে কেউ জন্মায় সব তাঁর অভিমুখেই ছুটে চলেছে, কেননা তাঁরই মধ্যে ঈশ্বর প্রকাশিত হয়েছেন। মানব রূপ নিয়েও যিশু কেন পৃথিবী থেকে অর্ন্তধান হলেন? কেন তিনি আমাদের মধ্যে দৃশ্যমান রইলেন না। যিশু বলেছেন "আমার এই চলে যাওয়াটাই তোমাদের পক্ষে ভালো, কারণ আমি না গেলে সেই সহায়ক পবিত্র আত্মা তোমাদের কাছে আসবেনই না। কিন্তু আমি যদি যাই তবে আমি তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব।" যিশুর মানব দেহের পরিবর্তে আমাদের জন্য রইলেন সহায়ক পবিত্র আত্মা। আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মা আমাদের সঙ্গে নিকটতম যোগ স্থাপন করেন। যিশুর মানব রূপের সঙ্গে সে যোগ সম্ভব ছিল না। ভগবান খ্রিস্ট এখন আরও গভীর ভাবে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন ও জগতে তার উপস্থিতি ব্যাপকতর হতে পারে। তিনি যে আছেন তা তাঁর আত্মাকে গ্রহনের মধ্যেই সত্য হয়ে ওঠে। এই আত্মা যিশু প্রদত্ত আত্মা। "কারণ যা কিছু তিনি আমাদের জানাবেন, তা আমার নিজেরই কথা, আমারই কাছ থেকে নেওয়া।"

উন্মুখ, একাগ্র হৃদয়ই তাঁকে দেখতে পায়। খালি চোখের দৃষ্টিতে তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। "অন্তরে যারা পবিত্র ধন্য তারা তারাই পরমেশ্বরকে দেখতে পাবে।" খ্রিস্টমণ্ডলীর জীবনে, তা প্রচার কার্যে, পবিত্র আত্মায়, দুঃখ-আনন্দে, শক্তি ও দুর্বলতায়, জীবন-মৃত্যুর ওঠাপড়ায় ছন্দে যিশুর জীবনই বয়ে চলেছে। তাই খ্রিস্ট তখন দৃশ্যমান নন একথা বলা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। তিনি এখনও দৃশ্যমান কিন্তু ভিন্নভাবে। পৃথিবীতে তাঁর পুনরুত্থিত জীবন মানুষের জীবনের মধ্যেরূপগোচর হয়ে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। তোমদের জীবন এখন খ্রিস্টের সঙ্গে পরমেশ্বরেই নিহিত।" (কলসীয় ৩:৩)। নতুন সৃষ্টির মধ্যে আমাদের জীবন যখন পরিপূর্ণ স্বার্থকতা পাবে তখনই খ্রিস্টেরও পূর্ণ প্রকাশ ঘটবে। যিশুর প্রদত্ত আত্মা পরিপূরিত খ্রিস্টমণ্ডলীর তিনি হলেন প্রতীক। আমাদের সৌভাগ্য আমরা বাস করতে পেরেছি এমন এক মানব মণ্ডলীতে, যা আত্মার দ্বারা উষ্ণ ও আলোকিত এবং মানবপুত্রের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি পূর্ণের পথে॥

একসাথে পথ চলি

স্বপন বৈরাগী

সম্মানী লোকের সম্মান থাকে
সম্মান দেয় যদি লোকের
সম্পাদ হয় সম্মান তখন
অন্যের সম্মান যখন রাখে।

লজ্জাবতীর লজ্জা আছে
উদ্ভিদ হলেও পরে
অসৎ লোকের লজ্জা নাই
অপরাধ করার তরেও ।

কাক যখন আহার করে
চোখ বন্ধ করে
নোংড়া ময়লা খাবে তবুও
ডাকে উচ্চস্বরে।

নিজেকে যে বড় ভাবে
বড় সেতো নয়
অন্যের যখন বড় ভাকে
বড় সে তো হয়।

এ কথা সবে জানে
প্রকাশ হবে তবে
বোকার স্বর্গে বাস করলে
সম্মান পাবে না ববে।
অন্যের ভালো চাও যদি তবে
নিজের ভালো হবে
অন্যের ক্ষতি না করিলে
আর্শিবাদিত হবে।

সময় থাকতে বোঝে না কেউ
হিংসা কর লোকের
নিজের ক্ষতি হলে পরে
ফিরে দেখবে না অন্য লোকে।

সময় থাকতে সোজা চলি
সৎ পথে জীবন গড়ি
অসৎ সংঘ ত্যাগ করি
একসাথে পথ চলি॥

চাঁদের আলোয় আমি, আপনি আর সে...

জেরী মার্টিন গমেজ

নজরুল ঠিকই বলেছিলেন, তিনি এমন অনেক যুবককে দেখেছেন যারা যৌবনের আভায় উজ্জীবিত না হয়ে প্রাচীন, পুরনো মানুষের মত আচরণ করে। আবার তিনি এমন ও অনেক কে দেখেছেন,যাদের পড়ন্ত বিকেলেও জ্বল জ্বল করে উঠে যৌবনের রাজটিকা। বার্ধক্য যাদের কোন দিনও স্পর্শ করতে পারে না। আজ, হঠাৎ করেই একটা ফোন আসল। সাধারণত অচেনা কোন ফোন রিসিভ করি না। ভাল লাগে না। তারপরও আজকের ফোনটা কেন জানি ধরতে মন চাইলো। নিজেকে একা একা লাগে সবসময়। বাড়ি ঘর,পরিবার ছেড়ে এত দূরে থাকি কারো সাথে কথা বলতে পারলে ভালই লাগে।

হ্যালো বলতেই ও, পাশ থেকে একটা আওয়াজ বলল, তুমি কি মার্টিন বলছ?

কথার ধরনের বুঝলাম, ভদ্রলোকের বয়স বোধ করি ৭০ এর উপরে হবে। সাধারণত অপরিচিত কেউ তুমি বললে বিরক্ত হই। নামকরা স্কুলের টিচার ছিলাম। ছাত্র থেকে ৭০-৮০ বছরের মানুষও আপনি করে বলত। সেটাই অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম, ভদ্রলোকের তুমি বলাটায় কেমন জানি এক মায়া জড়িয়ে আছে। কেমন জানি শীতল একটা কণ্ঠস্বর। এই কণ্ঠস্বর যে কাউকে এক সেকেন্ডে আপন করতে পারে, তা কেউ না জানুক আমি বুঝতে পারি। কেমন জানি মাদক মিশ্রিত ভয়েজ।

আমি খুব শান্ত ভাবে বললাম, জি বলছি।

ভদ্রলোক আমার থেকেও শান্ত ভাবে বলল, তোমার সাথে কি দুই মিনিট কথা বলা যাবে?

আমি বলি, বলতে পারেন। দুই মিনিট না, চাইলে আরো বেশি সময় বলতে পারেন।

ভদ্রলোক হাসলেন। ফোনে হয়ত বা তার হাসি দেখতে পাচ্ছি না। তবে মনে হচ্ছে ওডিসি লেখার পর হোমার যে তৃপ্তির হাসি হেসেছিলেন, ঠিক তেমনি হাসি। ভদ্রলোক বললেন, তোমার নাম্বার টা তোমার আর আমার কাছের একজন দিয়েছে। বলল, তুমি কক্সবাজার থাক। আমি আমেরিকাতে থাকি, কয়েকদিনের জন্য কক্সবাজার যাব। তুমি কি আমাদের কোন ভাবে হেল্প করতে পারবে? আমি এই কাজটা করতে আসলেই খুব পছন্দ করি। এলাকার কেউ আসলে দেখা হবে, নিজের ভাষায় কথা হবে, ভাবতেই ভাল লাগে। আমি বললাম, অবশ্যই করতে পারব। কিন্তু আমি গরীব মানুষ। ফিনান্সিয়াল ভাবে তত একটা করতে পারব বলে মনে হয় না।

ভদ্রলোক এবার হো হো করে হেসে উঠলেন, মনে হচ্ছে অনেক বছর ধরে তিনি এভাবে হাসেন না। বললেন, ইয়াং ম্যান, তুমি কার সাথে কথা বলছ তুমি তা জান না। এই দেশের আমাদের সমাজের একজন স্বনামধন্য ডাক্তারের সাথে কথা বলছ। স্বনামধন্য বলাতে আমাকে আবার অহংকারী মনে করো না ইয়াং ম্যান। তোমাকে বুঝানোর জন্য বলা। আমি যাব, অনেক বছর আগে গিয়েছিলাম, এখন আর তো আগের মত নেই। তুমি থাকলে আমাদের একটু ঘুরিয়ে দেখালে। গাইড এর মত। তোমার ছুটির দিনেই যাব। আর তোমার জন্য অফিস কামাই করতে হয়, আমি তোমাকে পে করতে রাজী আছি। তুমি কি আমাকে সময় দিবে, ইয়াং ম্যান।

আমি নিজের কথায় নিজেই লজ্জায় পরে গেলাম। বললাম, আংকেল আমি দুঃখিত। না বুঝে বলদের মত কথা বলে ফেলেছি। আমার ঠিক হয় নি। আমি থাকব, আপনার যতদিন লাগবে, আমি ছুটি নিব। আমার পেইম্যান্টের দরকার নেই।

ভদ্রলোক বললেন, তুমি ছুটি কবে পাবে সেটা বল।

আমি বললাম, ঈদের ছুটি আছে পাঁচ দিন। আপনি এসে পরুন না।

ভদ্রলোক বললেন, চিনব কি ভাবে তোমাকে?

আমি এবার হাসলাম, আংকেল আমরা তো আর হঠাৎ বৃষ্টির জগতে নাই। আমি আপনার মেসেঞ্জারে আমার ছবি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ভদ্রলোক ওনার বিখ্যাত সেই হাসি হাসলেন, বললেন ইয়াং ম্যান তুমি ঠিকই বলেছ। বয়স হয়েছে না। আর কত? এই প্রথম কোন বয়স্ক লোকের সাথে কথা বলে, আমার এত ভাল লাগছে। সারাক্ষণ আত্মচিন্তায় মগ্ন বৃদ্ধের আমার খুবই বিরক্ত লাগে। মনোবিজ্ঞানী বলি আর যাই বলি এই জন্য সিগমন্ড ফ্রয়েড কে আমার খুব ভালো লাগে। ভদ্রলোক খুব সহজেই মানুষকে বোঝার কৌশল বাতলে দিয়েছেন। আমার ইনটুইশন ক্ষমতা কেন জানি মনে হয় একটু বেশি। সিক্সথ সেন্স অনেক বেশি কাজ করে। এয়ারপোর্টে যখন গেলাম, তখন যাকে আমি রিসিভ করতে গিয়েছি, তাকে দেখে আমি রীতিমতো অবাক, সত্তর উর্ধ্বে একজন বৃদ্ধ নিজেকে কি ভাবে এত ফিট রাখে বুঝলাম না। জাপানে এক ধরনের খাবারের মেন্যু প্রচলন আছে, যা ফলো করলে মানুষ খুব সহজেই অনেক বছর বাঁচতে পারে। তবে কেন জানি জাপানীরা এত বছর বাঁচতে চায় না। আত্মহত্যা করে। মানুষ কেন আত্মহত্যা করে, আমি বুঝতে পারি না। তবে, মানুষ ছাড়াও, তিমি, হাঙর, কুকুর ও আত্মহত্যা করে। ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া তে এক ধরনের ইদুর গোত্রীয় প্রাণী আছে, যাদের বলা হয় লেমিং। এই প্রজাতিও আত্মহত্যা করে। এই ইঁদুর গুলো, বছরে একবার বাচ্চা দেয়। কিন্তু বাঁশের এক ধরনের ফল হয় যা প্রতি পঞ্চাশ বছর পর পর হয়। ওই ফল খাবার পর এরা বেশি বেশি বাচ্চা প্রসব করে। ফলে এদের সংখ্যা বেড়ে যায়। তখন এরা সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা আত্মহত্যা করবে। তখন দল বেঁধে এরা সমুদ্রের দিকে যায়, আর এক সাথে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। ভদ্রলোক যখন, ডাক্তার, উনাকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করব, কেন মানুষ আত্মহত্যা করে। চিকিৎসা বিজ্ঞান কি বলে?

ভদ্রলোক নেমেই, আমার দিকে হাত বাড়ালেন। বললেন, মার্টিন কেমন আছ তুমি।

ভদ্রলোকের সাথে উনার স্ত্রী। উনাকে দেখে মনে হচ্ছিল ভদ্র মহিলা প্রচন্ড রূপবতী একজন মেয়ে ছিলেন। হয়তো নিজ এলাকার সেরা রূপবতী মেয়ে ছিলেন। অনেক টা হেলেন অফ ট্রয় অথবা মিশরের রানী ক্লিওপেট্রার মত। ভদ্রমহিলার চোখ দুটি অনেক সুন্দর। কি জানি যৌবনে আরও কত সুন্দর ছিল। ইংরেজ কবি শেলীর চোখ নাকি অনেক সুন্দর ছিল। শুধু পড়েছি, দেখেনি। আমার ধারণা ভদ্রমহিলার চোখ দেখলে শেলীও লজ্জা পেতেন।

ভদ্রলোক বললেন, আমরা কোথায় যাব মার্টিন।

আমি বললাম, আংকেল, আমরা এখন যাব লং বীচ হোটেলে। সেখানে আপনাদের জন্য রুম বুক করে রেখেছি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে?

ভদ্রলোক বললেন, তুমি যেহেতু ঠিক করে রেখেছ। ভালো না হয়ে পারে?

আমি হাসলাম, লক্ষ্য করলাম, ভদ্রলোকের স্ত্রী কোন কথা বলছেন না।

ডাক্তার বাবুদের জন্য তিন তালায় রুম বুক করেছিলাম। তিনশ চার নাম্বার। সেখান থেকে সমুদ্রের দৃশ্য কিছুটা হলেও দেখা যায়। ডাক্তার বাবুর পাঁচদিন থাকার কথা ছিল, কেন জানি দুই দিনের বেশি থাকবে না বললেন অথচ আমি বিশাল প্লান করে রেখেছি। নাইক্ষংছড়ি, আলী কদম, মহেশ খালী, পাটুয়ারটেক সেন্ট মার্টিন। যেহেতু আমার কোন ইনভেমেন্ট নাই, মন খারাপ হলেও মেনে নিলাম। উনাদের সঙ্গ দেবার জন্য, পাশের রুম তিনশ পাঁচ নাম্বার রুম টা নিজেই বুক করে ছিলাম। কেমন জানি ভদ্রলোকের কথায় অদ্ভুত মায়ার পরে গিয়েছিলাম। মনে হয় হিপনোটাইজ করে ফেলেছেন। করতে ও তো পারেন। ডাক্তারদের পক্ষে সবই সম্ভব। কক্সবাজারের বিখ্যাত কোরাল মাছের ফ্রাই, আর রূপচাঁদার ফ্রাই সাথে ডাল, সাদা ভাত। এই ছিল খাবারের আইটেমে। আমি বাপু, ভীষণ খাবার রসিক। যা পাই তাই খাই। বাছা বাছি নাই। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, ভদ্রলোক তেমন কিছু একটা খাচ্ছে না। উনার স্ত্রীও শুধু রূপচাঁদা মাছ দিয়ে পুরো ভাত খেয়ে নিলেন। আমি বললাম, আংকেল খাবার কি পছন্দ হয় নি। **(চলবে)**

বিদ্রোহী কবির স্বকীয়তা

জসুয়া টুডু

পবিত্র বাইবেলের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে লেখাটি শুরু করতে চাই। 'বড় কে' শিষ্যেরা যিশুর কাছে এসে বললেন, "স্বর্গ-রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় কে?" *(মথি: ১৮ অধ্যায়, ১ পদ)* উক্তিটি উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়াস করছি এই জন্য যে, বিভিন্ন মহলে বক্তব্য হয় এই রকম- 'বিশ্ব কবি রবি ঠাকুর এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে; তাঁদের মধ্যে কে সেরা?' এ বিষয়ে জ্ঞানপাপীদের মধ্যেই এরূপ বিতর্ক হয়ে থাকে। তাঁদের উদ্দেশে (রবি ঠাকুর ও কাজী নজরুল) যদি আমাকে কোথাও বক্তব্য দিতে বলা হয় তাহলে আমি প্রথমে যে বাক্যগুলো উচ্চারণ করব তা হবে- 'কোনো মানুষ-ই অন্য নোনো মানুষের সঙ্গে তুলনাযোগ্য নয়। মানুষ স্বতন্ত্র্য। প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ স্বতন্ত্যবৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সবাই নিজের জায়গায় নিজ নিজ অবস্থানে শ্রেষ্ঠ। যারা মানুষকে ছোট-বড় মানদণ্ডে বিচার করেন তারা আসলে জ্ঞানপাপী। কারণ নিজেরা পারেন না তাই অন্যের ব্যাপারে এরূপ বিচার করেন।

এখন, আসল কথায় আসি- কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর বাঙলা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের বিষয়ে। তিনি বাঙলা সাহিত্যে 'বিদ্রোহী' কবি হিসেবেই অধিক পরিচিত। তাঁর লেখা অসাধারণ কবিতা 'বিদ্রোহী' প্রকাশিত হওয়ার পরই তিনি বাঙলা সাহিত্যে বিদ্রোহী কবির খেতাব অর্জন করেন।

কবির উত্থান: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর জন্ম, তাঁর টিকে থাকার চরম সংগ্রাম সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম এক দরিদ্র মুসলিম পরিবারে। সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট পেরিয়ে কীভাবে জগত সংসারে টিকে থাকতে হয় তার উজ্জ্বল উদাহরণ তিনি দেখিয়েছেন। রূঢ় বাস্তবতার খাতিরে তিনি আসানসোলে রুটির দোকানের নগণ্য কর্মচারী থেকে বিদ্রোহী তথা জাতীয় কবির মর্যাদা লাভ করেছেন। এর জন্য তাঁকে কত সংগ্রাম করতে হয়েছে তা অভাবনীয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তেমন না থাকলেও তিনি জ্ঞানচর্চায় কার্পণ্য করেননি। আর তাই তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, দেশপ্রেমিক,সঙ্গীতজ্ঞ, দার্শনিক আবার অন্যদিকে সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, সৈনিক এবং বিদ্রোহী। তিনি সামাজিক অনাচার, অসহায় মানুষের প্রতি অত্যাচার-অবিচার এর বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন জীবনের রূঢ় বাস্তবতার খাতিরে। বাঙলা সাহিত্যে তাঁর আগমন ধুমকেতুর মতো। তাঁর শিল্পকর্ম বাঙলা সাহিত্যে কতটুকু প্রভাব রেখেছে তা তাঁর সাহিত্যকর্ম থেকেই বুঝা যায়।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি, বিদ্রোহী কবি, তিনি খেটে খাওয়া দিনমজুরদের কবি। তিনি অবহেলিত, লাঞ্চিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত-নিপীড়িত গণ মানুষের প্রতিনিধি। তাইতো তাঁর রচিত 'বিদ্রোহী' কবিতাটি তাঁর লেখনির ভাব নিয়ে যখন আবৃতি করা হয় তখন কবির মূলস্বরূপ আমরা উপলব্ধি করতে পারি। শেষ করব এভাবে-

আপনাকে বলে যে বড়
সেতো বড় নয়,
শিশুরই মতো সরল-নম্র যে
সেইতো বড় হয়॥

কবি নজরুল

অ্যাড. এ কে এম নাসির উদ্দীন

আমাদের জাতীয় কবি নজরুল
নজরুলই হলেন বাংলার বুলবুল।
কাজী নজরুল বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময়কর প্রতিভার নাম
কবিতা, নাটক, গল্প, গান ও উপন্যাসের মতো ক্ষেত্রে যার রয়েছে অবদান।
কবি নজরুল নিজেই গান রচনা করতেন
নজরুল নিজেই গান গাওয়াসহ গানের সুর দিতেন।
নজরুল ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, পরাধীনতার বিরোধী ছিলেন
নজরুল তাইতো বিদ্রোহী কবির উপাধি পেলেন।
ইংরেজদের বিরুদ্ধে কলম ধরে তিনি জেল খেটেছেন
জেল খাটার পরেও নজরুল ইংরেজদের বিরুদ্ধে লিখে গেছেন।
২৫ মে ১৮৯৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম তাঁর
ছোটবেলায় নজরুলের দাদী দুঃখু মিয়া নাম রেখেছিলেন তাঁর।
নজরুলের দশ বছর বয়সে তাঁর পিতা মারা যায়
সংসার পরিচালনার সব দায়িত্ব তাঁর উপর এসে যায়।
ছোটবেলায় নজরুল এক মাদ্রাসায় লেখাপড়া শুরু করেন
নজরুল সম্মিলিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারতেন।
নজরুল আরবী, ফারসি ভাষায় দক্ষ ছিলেন বলে যেতে চাই
নজরুলের লিখিত বিভিন্ন লেখায় বাংলাসহ আরবী, ফারসি ভাষার প্রয়োগ দেখতে পাই।
নজরুল ''নবযুগ'', ''ধুমকেতু'', ''লাঙ্গল'' পত্রিকায় লিখতেন
ইংরেজরা এ তিনটি পত্রিকা বন্ধ করে দিলেন।
১৯২২ সালে নজরুল ''ধুমকেতু'' পত্রিকায় স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন
ইংরেজ বিরোধী লেখার জন্য বারবার জেল খেটেছিলেন।
নজরুলের ঈশ্বর-ভাবনা ছিল অভাবনীয়
তিনি লিখেছিলেন ''আল্লাহ্ আমার প্রভু, আমার নাহি ভয়''।
নজরুল অনেক ইসলামী গান রচনা করেছিলেন
''এই সুন্দর ফুল- সুন্দর ফল'' নজরুলের একটি ইসলামী গান।
''ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ''- নজরুলের একটি কালজয়ী গান
এ গানটি বেঁজে ওঠার সাথে সাথে মোদের মনে বাজে ঈদ আনন্দের বান।
নজরুল প্রেমের কবি ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নাই
অসংখ্য প্রেমের গান নজরুল রচনা করে গেছেন তাই।
নজরুলের "পদ্ম গোখরোর" কথা মোদের মনে আছে
নারীর সাথে সাপের প্রেমকাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে।
নজরুলের বিখ্যাত কবিতা "লিচু চোর" আজও মনে আছে
এমনি ধরনের অজস্র কবিতা বাঁজে হৃদয় মাঝে।
নজরুলের সংকল্প কবিতাটি একটি অনবদ্য কবিতা বলা যায়
কিশোর মনে সাহস, অনুপ্রেরণার কথা এ কবিতাতেই দেখা যায়।
নজরুলের "ভোর হলো দোর খোলো" কবিতাটি আজও মনে আছে
এ কবিতাটি পড়লে মনে হয় সবে ফিরে যাই আবার অতীতের কাছে।
নজরুল নাটক রচনায় সিদ্ধ হস্ত ছিলেন
নজরুল শ্যামা সঙ্গীত রচনায়ও পারদর্শী ছিলেন।
নজরুল তার কবিতায় বাংলা নববর্ষকে বরণ করে নিয়েছেন
এ কারণেই নজরুল ''ঐ নতুনের কেতন উড়ে, কাল বৈশাখীর ঝড়'' রচনা করেছেন।
নজরুলের নামে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নজরুল একাডেমীর শাখা আছে
নজরুলের অনেক স্মৃতি ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও আছে।
নজরুলের স্মৃতি বিজরিত ত্রিশালে ''নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়'' আছে
ঢাকাতে নজরুলের নামে কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ আছে
নজরুলের সঙ্গীতগুলো নিপীড়িত, শোষিত, সর্বহারার বেদনার বাণী
নজরুলের লেখাতেই বেশী দেখা যায় দরিদ্র লোকদের বাণী।
কবি নজরুল তার কবিতায় নারীদের দিয়েছেন সম্মান
নজরুল বলে গেছেন তার কবিতায় নারী-পুরুষ সমান সমান।
উপন্যাস লেখায়ও নজরুলের রয়েছে যথেষ্ট অবদান
''আলেয়া'', ''ব্যাথার দান'', ''মৃত্যু ক্ষুধা'' ইত্যাদি নজরুলেরই অবদান।
নজরুল প্রায় পাঁচ হাজার গান রচনা করেছেন
বাংলা সাহিত্যে নজরুল বাংলা গজলের প্রবর্তন করেছেন।
নজরুলকে বঙ্গবন্ধু ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশে এনেছিলেন
বঙ্গবন্ধুই নজরুলকে জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়েছিলেন।
বঙ্গবন্ধুর দেওয়া উপাধি থেকে নজরুল আমাদের জাতীয় কবি এতে কোন সন্দেহ নাই
২০২৩ সালের ২৫ মে ১২৪তম জন্ম দিবসে নজরুলকে মোরা স্মরণ করি তাই।
নজরুল লিখেছিলেন ''মসজিদের ঐ পাশে আমায় কবর দিও ভাই''
নজরুলের ইচ্ছা অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে তাঁর কবর দেখতে পাই।
১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট কবি নজরুল মারা গিয়েছেন
কবি নজরুল আমাদের মাঝে স্মরণীয় হয়ে আছেন॥

সবুজ মণ্ডলী

স্যামুয়েল পালমা

পর্ব - ১

মূলত: একটা বাড়ী ঘুরতে গিয়ে অবশেষে আমার অনেকদিনের চিন্তার বা ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ "সবুজ মণ্ডলী"র উপর একটা লেখার ইচ্ছা থেকে আমি সরে আসতে পারলাম না। আমার মনে হয়, কাল নয় আজই কারণ (শুনেছি 'কাল'কে নাকি 'কালে' খায়) আমাদের সবুজ মণ্ডলী গড়ার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। আমার দেখাটা আপনাদের সঙ্গে সহভাগিতা করি, দেখি আপনারাও আজই সবুজ মণ্ডলী গঠন করার জন্য তাগাদা অনুভব করেন কি-না! আমি লেখার ধারাবাহিকতায় খ্রিস্টমণ্ডলীতে তথা কাথলিক মণ্ডলীতে এই ''সবুজ মণ্ডলী"র ধারণা, বাস্তবায়ন ও চলতি কার্যক্রমগুলোও তুলে ধরবো।

আমি আমার এই ধারাবাহিক লেখার মধ্যে কোথাও কোন নির্দিষ্ট এলাকা বা ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে চাই না। পাঠক যেন তার চিন্তাশক্তির মাধ্যমে তাদের নিজস্ব এলাকার পরিস্থিতি লেখার বিষয়বস্তুর সাথে পর্যালোচনা করে এবং একটা সারমর্ম আবিষ্কার করতে পারে যে, তার এলাকার মান কোন মাপকাঠিতে; সবুজ না হলুদ না লাল-বিরাজ করছে।

অনেকদিন পর আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে এই মার্চের (২০২৩) এক সন্ধ্যায়, সাড়ে ৭টার দিকে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেই আত্মীয়ের বাড়িতে ঘনিষ্ঠভাবে যাতায়াত ছিল সেই ৮০র দশকের শেষের দিকে। বাড়ির কর্তা এবং কত্রী দু'জনেই এতোদিনে গত হয়েছেন। তাই সাক্ষাৎ করলাম তার ছেলেদের সঙ্গে। মোটামুটি প্রথম সাক্ষাতেই সব ছেলে-ছেলে বউরা (সম্পর্ক বলতে চাই না) চিনতে পারে আমাকে। তবে তাদের নাতি-নাত্নিদের কাছে আরো একটু বিস্তারিত বর্ণনা করে একটু সময় নিয়ে পরিচিতি লাভ করতে হয়। পাশাপাশি বাস করা তিন ছেলের ঘরেই গেলাম। তিন ঘরেই তিনটি যুবক বিছানায় (তারা গত হওয়া দম্পতির নাতি)। পরিচয় দিয়ে এই সন্ধ্যাবেলা বিছানায় থাকার কারণ জানতে চাইলে তাদের কথা বার্তায়ই তাদের পরিচয় পাওয়া গেল। তাদের মধ্যে দু'জনের পরিবার এবং ৩ থেকে ১০ বছরের সন্তানও আছে। স্পষ্ট করে কথা বলতে তাদের জড়তা আছে। কথা আটকে যায়। প্রয়োজনের চেয়ে একটু বাড়িয়ে কথা বলাই যেন তাদের স্বাভাবিকতা। তাদের স্ত্রী'রাই তাদের পক্ষে মিথ্যা সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করছে যে, তাদের স্বামীরা ভাল আছে। স্ত্রীদের কথার মধ্যেই তাদের স্বামীদের পক্ষে অতিরিক্ত সাফাই গাওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত ফুটে উঠছে। তাদের ঘর, আসবাব-পত্র, পোশাক-আশাকেও দারিদ্রতা, অভাব-অনাহারে থাকার ছাপ স্পষ্ট হয়ে আছে। স্ত্রীদের কথা, ইশারা-ইঙ্গিতে স্পষ্ট হয় যে, কথা বা কাজের সামান্য চুন-পান হলে শারীরিক নির্যাতনও নিয়মিত হয়। সেই তিনজন যুবকের একজন অবিবাহিত। তার অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। মানুষের সঙ্গে কথা বলার বোধ বা অবস্থা তার মধ্যে আর অবশিষ্ট নাই। সম্ভবত, তার এই অবস্থার জন্য বিয়ের বয়স পাড় হয়ে গেলেও তাকে কারো সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

এমতাবস্থায় সেই বাড়িতে কারো সঙ্গে সুস্থ সম্পর্কের বাক্য বিনিময় বা সান্ত্বনা বা উপদেশ -কোন প্রেক্ষিত কার্যকর মনে না হওয়ায় এক অস্বস্তি নিয়ে সেই পরিবার থেকে দ্রুত বিদায় গ্রহণ করি। মনের কল্পনায় দেখার এবং মিলানোর চেষ্টা করি যে, শুধু এই পরিবার নয় এই এলাকার প্রায় সকল পরিবারেই এই মাদকের ব্যাপকতায় যেমন বিদ্যায় বা যোগ্যতায় তেমনি শারীরিক ক্ষমতায় অকেজো রূপ ধারণ করেছে অনেক তরুণ। পরিবারে পুরুষের এই বহুবিধ অক্ষমতার কারণে মণ্ডলীর ভিতরের অনেক রক্ষক এবং মণ্ডলীর বাহিরেরও অনেকেই পরিবারের মান-সম্মান নিয়ে খেলা করতে পারছে বা অনেকেই তাদের নিজস্ব মান-সম্মান পরিবারের বাহিরে বিকিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

লেখার শুরুর বাক্যেই যেমনটি প্রকাশ পেয়েছে, আমি একটা সবুজ মণ্ডলীর দিকে সবাইকে টেনে বা ঠেলে নেবার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করছি। তাহলে প্রশ্ন আসতেই পারে, বর্তমানে আমরা কোন রং ধারণ করে আছি! এই লেখায় ভাল-মন্দ মাপার একটা মাপকাঠি হিসাবে আমি তিনটি রং'কে কল্পনা করছি। সবুজ, হলুদ এবং লাল। বিভিন্ন পটভূমিতে নিজস্ব অঞ্চলকে এই মাপকাঠি দিয়ে পরিমাপ করা সবার জন্য সহজ হবে। চলুন আমাদের প্রত্যেকের এলাকাকে পরিমাপ করি সবুজ, হলুদ ও লাল যেকোন একটা ছকে ফেলে। আমি শুধু একে একে ক্ষেত্রগুলো তুলে ধরবো, আর আপনারাই আপনার নিজস্ব এলাকাকে বিশ্লেষণ করবেন, পরিমাপ করবেন, নিরীক্ষণ করবেন। আপনার এলাকাকে এভাবে নিজস্ব নিরীক্ষণের মাধ্যমে আপনার, আপনাদের মধ্যেই গড়ে উঠবে তার নিরাময়ের ক্ষেত্র ও ধাপগুলো। তৈরী হবে সমাজ সচেতনতার।

প্রথমেই যদি আলোচনায় নিয়ে আসি শিক্ষাকে, তবে আমরাই আমাদের প্রশ্ন করতে পারি যে, একজন বাবা-মা হিসাবে আমার সন্তানকে আমি কতটুকু শিক্ষিত দেখতে চেয়েছিলাম? সেইসাথে সমাজে আমি অন্যদেরও কোন পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষিত বা যোগ্যতা সম্পন্ন দেখতে চাই। পাশের বাড়ির হামিদ, আতিয়ার, গোপাল, পঙ্কজরা যদি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বড় সরকারী কর্মকর্তা, বড় ব্যাংকের ম্যানেজার হতে পারে, তবে ১০০% শিক্ষিত, অর্থনৈতিকভাবে অধিকতর স্বচ্ছল খ্রিস্টীয় পরিবার থেকে আমরা আমাদের এলাকায় যে পর্যায়ের শিক্ষিত পাচ্ছি তাতে কি আমরা সন্তুষ্ট? এই পরিস্থিতিকে আমাদের মাপকাঠিতে আমরা আমাদের নিজস্ব এলাকাকে কোথায় ফেলবো- সবুজ, হলুদ না লালে? এখানে উচ্চ শিক্ষা বা বড় ডিগ্রি লাভের ব্যাপারে বাহিরের দেশগুলোতে যাবার সুযোগগুলোও আমরা অন্যদের সঙ্গে তুলনায় বা পর্যালোচনায় নিতে পারি। উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থ প্রাপ্তি, বিদেশে যাওয়ার বা ভিসা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহজলভ্যতার সুযোগ, বিভিন্ন ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্য লাভ-ইত্যাদি বিষয়গুলোও অন্যদের সঙ্গে আমাদের তুলনায় নিয়ে আসতে পারি। - **(চলমান থাকবে)**

ফ্ল্যাট ভাড়া

অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, ফার্মগেটস্থ ইন্দিরা রোড-এর মনোরম পরিবেশে একটি নতুন ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরী করা হয়েছে যা ভাড়া দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত/ভাড়া হবে ১ম থেকে ৫ম তলা পর্যন্ত, লিফট সহ সকল সুযোগ সুবিধা আছে।

ফ্ল্যাটের বিবরণ: দুই ইউনিট

যোগাযোগের ঠিকানা

অপি হাউজ

৯৪/৫ ইন্দিরা রোড

শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১৫১৫

মোবাইল: 01711428605

বিজ্ঞ/১৬৭/২৩

যেমনই আছি, তেমন-ই ভালো

অরন্য রিচার্ড ক্রুশ

একবার এক কাক গাছের ডালে বসে বসে চিন্তা করছে, আমার চেহারা কত কালো, সমাজের মানুষরা সর্বদা আমাকে তাড়িয়ে দেয়। আমাকে কেউ ভালোবাসে না। আমিই মনে হয় সবচেয়ে অসুখী। গাছের ডালে বসে থেকে সে দূরে এক জলাশয়ে দেখতে পেল এক রাজহাঁসকে। কাকটি চিন্তা করল রাজহাঁসের শরীরটা সম্পূর্ণ সাদা। তাকে দেখতে কত সুন্দর। আবার তার মালিক তাকে সঠিক সময়ে খাবার দেয়। তার কোন চিন্তাই করতে হয় না। সেই মনে হয় সবচেয়ে সুখি। এ কথা চিন্তা করতে করতে কাকটি রাজহাঁসের কাছে গেল এবং যে কথাগুলো চিন্তা করেছে সেই কথাগুলো রাজহাঁসকে বলল। তখন রাজহাঁসটি কাককে বলল, না ভাই ,আমি সাদা হলেও, সময়মতো খাবার পেলেও আমি কিন্তু সুখি নই। এমন সময় তারা দেখতে পেল এক টিয়া পাখিকে। রাজহাঁস তখন কাককে বলে আমার শরীর তো সম্পূর্ন সাদা, আমার শরীরে একটি মাত্র রং রয়েছে, আর দেখ সেই টিয়া পাখিকে, তার শরীরে দুটি রং রয়েছে। কত সুন্দর লাল ঠোঁট, শরীরের রং। সে মনে হয় সুখেই আছে। একথা বলতে বলতে তারা টিয়া পাখির কাছে গিয়ে বলল-তুমি তো সুখেই আছ। তাছাড়া তোমার শরীরে দুটি রং রয়েছে। লাল রঙের ঠোঁট, টিয়া কালারের শরীর। তখন টিয়া পাখি কাককে ও রাজ হাঁসকে বলল-না ভাই আমি হচ্ছি অসুখী, তোমরা দেখ ময়ূরকে। আমার তো শরীরে মাত্র দুটি রং আর সেই ময়ূরের শরীরে কতগুলো রং তাছাড়া তাকে দেখতেও বেশ সুন্দর লাগে। সব মানুষই তাকে অনেক ভালোবাসে। তাই চিড়িয়াখানায় তাকে দেখতে আসে। এ কথা বলতে বলতে তারা ময়ূরের সাথে দেখা করতে গেল। ময়ূরকে দেখা মাত্রই কাকটি ময়ূরকে বলল-ভাই তুমি তো বেশ সুখেই আছ। তোমার শরীরে কতগুলো রঙ রয়েছে। তোমাকে দেখতেও বেশ সুন্দর, সব মানুষই তোমাকে দেখতে আসে। তোমাকে সব মানুষই ভালোবাসে। তখন ময়ূর কাককে বলল

আমি সব সময় চিন্তা করি যদি কাক হতাম তাহলে স্বাধীনভাবে থাকতে পারতাম। মানুষ তোমাকে ভালো না বাসলেও তুমি নিজের ইচ্ছেমত থাকতে পার। আর তুমিই সবচেয়ে বেশি সুখি। আর দেখ কাক ভাই আমি আমার সৌন্দর্যের জন্য বন্দী। আমি চাইলেই কিছু করতে পারি না। তখন কাকটি বুঝতে পারল আমি স্বাধীন, আমি মুক্ত। আর আমি যেমনই আছি সুখে ও ভালই আছি । তেমনি ভাবে এই গল্পের মত আমাদের জীবনেরও মিল রয়েছে। আজকাল খ্রিস্টীয় পরিবারগুলোতে দেখা যায় এরকম অবস্থা। অনেকে বলে আমাদের কপালে সুখ নাই, আছে শুধু দুঃখ। আবার অনেকে বলে আমাদের চেয়ে তারাই অনেক সুখে আছে। তাদের সব কিছু আছে কোন কিছুর চিন্তা করতে হয় না। তবে এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা । একে অন্যের সাথে তুলনা করাটাই হচ্ছে ভুল । কারণ আমরা অনেকে একটু বেশি পেয়েও খুশি নই আবার অনেকে অল্প পেয়েও অনেক খুশি। এজন্য তুলনা করাটাই বড় ভুল। আসলে সবার জীবনেই সুখ ও দুঃখ রয়েছে। অনেকে অল্প সুখেই ভাল থাকে, আবার অনেকে মনে করে আমি হচ্ছি অসুখী সেই কাকটির মত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই সুখী তবে সে বুঝতে পারে না। কাকটি সবসময় নিজের বিষয়ে নেতিবাচক চিন্তা করত তাই অশান্তির মধ্যে দিন কাটাত। তাই আসুন আমরা আমরা চেষ্টা করি নিজেকে নিয়ে ইতিবচিক চিন্তা করতে, তবেই আমরা বলতে পারব, আমি যেমনই আছি তেমনই ভাল ও সুখে আছি॥

মনে পড়ে মাকে

সপ্তর্ষি

পরিবারে আনন্দের কারণ যিনি
তিনি হলেন আমার লক্ষী মা।
দুঃখের সময়ে যিনি শাড়ির আঁচল খুলে
চোখ দুটি মুছে দেয় তিনি আমার মা।
জীবনের যত কঠিন পরীক্ষার সময়ে
মনে পড়ে তাই মায়ের কথা।
চলার পথে জীবনের যত প্রখর রোদে
ছায়া হয়ে পাশে দাঁড়ায় মা।
নিজের ক্লান্ত-পরিশ্রান্তের কথা ভুলে
খুশী হন মা সন্তানের হাসি মুখ দেখে।
নিজের স্নেহের ভালবাসার পরশে
মোর যত ক্লান্তি দূর করে দেয় মা।
স্বাদের খাবারের খেতে বসি যখন
মনে পড়ে মায়ের কথা তখন।
জীবন চলার পথে মা যার নাই পাশে
মনে পড়ে মাকে স্মৃতির পাতাতে।

কেওয়াচালা কোয়াজি ধর্মপল্লীতে উপাসনা বিষয়ক সেমিনার

রিপন বর্মন ▯ গত ০৬ মে কেওয়াচালা কোয়াজি ধর্মপল্লীতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের উপাসনা বিষয়ক কমিশনের আয়োজনে "খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা ও খ্রিস্টযাগের সঠিক রীতি-নীতি" এই মূলসুরের আলোকে ১২০ জন যুবক-যুবতী, ৩ জন ফাদার, একজন সিস্টার, ২ জন স্কুল শিক্ষক, হোস্টেল সুপার ও দিদি মনি নিয়ে অর্ধদিবস ব্যাপি উপাসনা বিষয়ক ও ধর্মশিক্ষা বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনার শুরু হয় খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে; খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের উপাসনা কমিশনের সমন্বয়কারী শ্রদ্ধেয় ফাদার রুবেন গমেজ, সেক্রেটারি ফাদার লিয়ন রোজারিও এবং জাতীয় উপাসনা কমিশনের সেক্রেটারি ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ। এই দিনে উপাসনার উপর অধিবেশন পরিচালনা করেন বাংলাদেশ জতীয় উপাসনা কমিশনের সেক্রেটারি ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ। সেমিনারে ফাদার খ্রিস্টযাগের অর্থ, কেন আমরা খ্রিস্টযাগ করি, খ্রিস্টযাগের সঠিক রীতি-নীতি, খ্রিস্টযাগের প্রতিটি ধাপ ভেঙ্গে ভেঙ্গে অর্থসহ বুঝিয়ে দেন। ছেলে-মেয়েদের সামনে এনে খ্রিস্টযাগের সময় সঠিকভাবে বাণীপাঠ করা, ভক্তিপূর্ণ মনোভাব নিয়ে প্রণাম করা, সুন্দর পরিপাটি হয়ে খ্রিস্টযাগে উপস্থিত হওয়া, খ্রিস্টযাগে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা সহ আরো অনেক বিষয় ফাদার শিখিয়ে দেন। টিফিন শেষ করে খ্রিস্ট ধর্মশিক্ষার উপর সহভাগিতা করেন ফাদার রুবেন গমেজ। তিনি তার সহভাগিতায় বিশেষ করে সপ্ত সংস্কার গুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে ব্যাখ্যা সহ বুঝিয়ে দেন। শেষে ধর্মপল্লীর পালপুরোহিতের পক্ষ হয়ে সহকারী পালপুরোহিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে অর্ধদিনের কর্মসূচি শেষ করা হয়॥

বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্প

সুমন হালদার ▯ গত ১১ মে, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ তারিখে ফাতিমা ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর আওতাধীন ফাতিমা ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে এই স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্প করা হয়। ৫৫ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়। রোগী দেখেন ডা. অনিল চন্দ্র দত্ত, অবসর প্রাপ্ত স্বাস্থ্য পরিচালক, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ। বিনামূল্য স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্পে সহযোগিতা করেন সিস্টার হানিমা ত্রিপুরা এলএইচসি, সিস্টার আরতি ডি' কস্তা এলএইচসি, সিস্টার রেজিনা আইভিবিএম, মিসেস বিনিতা গোমেজ, সিনিয়র ষ্টাফ নার্স, মিল্টন মজুমদার, সেক্রেটারী, স্বাস্থ্য সেবা কমিশন, এডওয়ার্ড হালদার, কমিশন সদস্য প্রমুখ। ফাতিমা ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের পরিচালনা কমিটির ফাদার মিন্টু বৈরাগী ও ফাদার গাব্রিয়েল খোকন সিএসসি উপস্থিত ছিলেন। ফাতিমা ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের আয়োজনে এবং স্বাস্থ্য সেবা কমিশন, বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের সহযোগিতায় এই স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্প করা হয়॥

এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাথলিক ডক্টরস (এবিসিডি)-এর উদ্যোগে মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজন

ডা. নেলসন ফ্রান্সিস পালমা ▯ বাংলাদেশের ক্যাথলিক খ্রিস্টান চিকিৎসক এবং মেডিকেল ও ডেন্টাল শিক্ষার্থীদের সংগঠন এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাথলিক ডক্টরস (এবিসিডি)- এর উদ্যোগে এবং এপিসকপাল স্বাস্থ্য কমিশনের সহযোগিতায় গত ০৫ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ (শুক্রবার) ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের শোলপুর ধর্মপল্লীতে সারাদিনব্যাপী একটি মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। এতে এবিসিডি-র পক্ষ থেকে সভাপতি ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও, কার্যকরী পরিষদের সদস্য ডা. মেরী ফাল্গুনী পেরেরা এবং ডা. মিশেল কস্তা অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ সহযোগিতা করেন অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র

স্টাফ নার্স মিসেস আগ্নেস রিবেরু। প্রথমে ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার ড. লিন্টু ফ্রান্সিস ডি'কস্তা ছোট প্রার্থনার মধ্যদিয়ে ক্যাম্পের কার্যক্রম শুরু করেন। এরপর রোগী দেখা শুরু হয়। উক্ত ক্যাম্পের মাধ্যমে ধর্মপল্লীর বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত বিভিন্ন ধর্মের মোট ১৮০ জন মানুষকে যথাসাধ্য চিকিৎসা সেবা, পরামর্শ ও ঔষধ প্রদান করা হয়। এ ধরনের ক্যাম্পের আয়োজন করায় ফাদার লিন্টু এবিসিডি-র চিকিৎসকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। চিকিৎসকরাও ফাদারকে ধন্যবাদ জানান সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজনে সাহায্য করার জন্য॥

প্রয়াত প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট প্রমোদ মানকিন এমপি'র ৭ম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

স্বপন রোজারিও ▯ ১১ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ সাবেক সংস্কৃতি ও সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট প্রমোদ মানকিন এমপি'র ৭ম মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়। মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর পরিবার ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে নিজ বাড়ীতে তার আত্মার মঙ্গল কামনা করে বিশেষ প্রার্থনাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। অন্যদিকে তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চে সকাল ৬ টার খ্রিস্টযাগে তার আত্মার মঙ্গল ও চিরশান্তি কামনায় বিশেষ প্রার্থনা করার অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন এবং খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

অত্যন্ত সজ্জন, বিনয়ী, দেশ ও সমাজ দরদী এডভোকেট প্রমোদ মানকিন জীবদ্দশায় সংস্কৃতি ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস-চেয়ারম্যান, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান এবং কারিতাস বাংলাদেশ ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিচালক হিসেবে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি বাংলদেশ জাতীয় সংসদের ময়মনসিংহ-১ আসন থেকে চার চারবার সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ মে মৃত্যুকালীন সময়ে তিনি সংসদ সদস্য এবং সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছিলেন। বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্মল রোজারিও এবং মহাসচিব হেমন্ত আই কোড়াইয়া তাঁর ৭ম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন॥

বাঙলার স্থপতি গ্রন্থের লেখককে সম্বর্ধনা

মিল্টন রোজারিও ▯ ৭ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ রবিবার, সকাল ১১ টায় জাতীয় প্রেসক্লাবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে লেখা "বাঙলার স্থপতি" ১-৭ খণ্ড বইয়ের লেখক, গবেষক ও কবি অ্যালভীন দীলিপ বাগচীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের নিদর্শন স্বরূপ এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, সহকারী বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি, ঢাকা, মহাধর্মপ্রদেশের ড.আ.আ.ম.স. আরেফিন সিদ্দিক, সাবেক ভিসি ঢাবি, ড. ছাদেকুল আরেফিন মতিন, ভিসি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, মো. শহীদ উল্লাহ খন্দকার সাবেক সচিব ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রতিনিধি, সহকারী অধ্যাপক মাহমুল হক, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং সহ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক পরিষদ, ড. ফাদার তপন ডি'রোজারিও সহকারী অধ্যাপক ঢাবি, লেখকের সহধর্মিণী মিসেস তারা রড্রিক্স সহ আরও অনেক ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের ৩০/৩৫ জন সাংবাদিক। সভার সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ খ্রিস্টান যুব কল্যাণ সমিতির সভাপতি ইলারিশ আর গমেজ।

অনুষ্ঠানে বক্তাগণ "বাঙলার স্থপতি" বইটির প্রশংসা করেন। বর্তমান প্রজন্ম এই বইটি পড়লে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই বাল্যকাল থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত এবং মুক্তিযুদ্ধের বিস্তারিত জানতে পারবে। তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বাগচীকে মৃদু হেসে বলেন, আপনি এবার শেখ হাসিনাকে নিয়ে লিখতে শুরু করেন। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক ছিলেন মন্টু ডানিয়েল। অনুষ্ঠানটির আয়োজক "বাংলাদেশ খ্রিস্টান যুব কল্যাণ সমিতি", ঢাকা॥

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট

(কারিতাস বাংলাদেশের একটি প্রজেক্ট)
২ আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭
দুই বছর, এক বছর ও ছয়মাস মেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশের অধীনে পরিচালিত কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্টের আওতায় চলমান বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে ৬ মাস, ১ বছর ও ২ বছর মেয়াদী বিভিন্ন ট্রেডে আগামী ৩০ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করা হবে। এই প্রশিক্ষণগুলো **আগামী ০১ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ হতে শুরু হবে**। এ প্রেক্ষিতে নিম্নে বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীদের জরুরী ভিত্তিতে ৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১। প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তির যোগ্যতা: ক) বয়স: ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৬ হতে ২২ এবং মেয়েদের ১৬-৩৫ বছর (বিধবা/ তালাক প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিল যোগ্য), খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫ম শ্রেণী হতে এসএসসি পর্যন্ত (প্রতিবন্ধী/ মহিলাদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিল যোগ্য)। বয়রা টেকনিক্যাল স্কুলের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য অষ্টম শ্রেণী থেকে এসএসসি পাশ, গ) বৈবাহিক অবস্থা: অবিবাহিত (মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়), ঘ) পারিবারিক অবস্থা: অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র পরিবারের যুবক/যুব মহিলা, ঙ) পারিবারিক মাসিক আয় সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা, চ) অগ্রাধিকার: কারিতাস সহযোগী দলের পরিবারের সদস্য/ পোষ্য/ আদিবাসী/ উপজাতি, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা, প্রতিবন্ধী, গরীব-ভূমিহীন দরিদ্র ছেলে-মেয়ে।

২। বাছাই পদ্ধতি : লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করা হবে।

৩। প্রশিক্ষণ ও ভর্তি সম্পর্কিত তথ্য:

বিবরণ	আরটিএস/ বিটিএস/ ভিটিসি প্রজেক্ট	সিবি-এমটিটিপি প্রজেক্ট
যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়	(ক) অটো মেকানিক/ অটোমোবাইল (খ) ইলেকট্রিক এন্ড রেফ্রিজারেশন/ ইলেকট্রিক্যাল (গ) ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন (ঘ) উডেন ক্র্যাফ্ট (ঙ) মেশিনিষ্ট (চ) ইলেকট্রনিক্স এন্ড মোবাইল ফোন সার্ভিসিং (ছ) টেইলারিং এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং এবং (জ) প্লাম্বিং	ক) অটো মেকানিক (খ) টেইলারিং এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং
মেয়াদ কাল	ছয় মাস/ এক বছর / দুই বছর (সেমিষ্টার পদ্ধতি)	ছয় মাস/ তিন মাস
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	(ক) প্রথম সেমিষ্টার (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক) (খ) দ্বিতীয় সেমিষ্টার (ব্যবহারিক ও অন জব ট্রেনিং)	তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক
আবাসন সম্পর্কিত	আবাসিক ব্যবস্থা আছে	আবাসিক ব্যবস্থা নেই।
ভর্তি ফি	২০০/- টাকা (অঞ্চল অনুসারে কম বেশি হতে পারে)	২০০/- টাকা
মাসিক টিউশন ফি	৭০০/- টাকা (অঞ্চল অনুসারে কম বেশী হতে পারে)	১৫০/- টাকা।

বিঃদ্রঃ ভর্তির ক্ষেত্রে সকল ট্রেড মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত।

৪। সাধারণ তথ্যাবলী: (ক) সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ নিজ হাতে লিখিত দরখাস্ত জমা দিতে হবে; (খ) ২ কপি সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি দিতে হবে; (গ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের কপি; (ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরিকত্ব সনদপত্রের কপি; (ঙ) আরটিএস/ বিটিএস/ এফডিএসই/ ভিটিসি এর নিয়মিত কোর্সে (দুই, এক বছর ও ছয় মাস) ভর্তির সময় অবশ্যই রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক শারীরিকভাবে সক্ষম এ মর্মে মেডিক্যাল রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। (বিশেষ করে Blood for Hb%, Urine for R/M/E, RBS and X-Ray Chest P/A) মেডিক্যাল রিপোর্ট দাখিল করতে অপারগ হলে ভর্তি ফির সাথে অতিরিক্ত ৩০০ (তিনশত) টাকা স্কুলে জমা দিতে হবে; (চ) আরটিএস/ বিটিএস/ এফডিএসই/ ভিটিসি এর ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ক্যাম্পাসে ফ্রি থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে; (ছ) কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের নৈতিকতা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়; (জ) সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্টের সনদপত্র এবং কোর্স শেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী বা কর্মসংস্থানের জন্য সহযোগিতা দেয়া হয়; (ঝ) পাশকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত ফলোআপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়।

৫। এলাকা ভিত্তিক যোগোযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর :

আরটিএস/ বিটিএস/ ভিটিসি

অধ্যক্ষ
ফাদার সি.জে. ইয়াং টেকনিক্যাল স্কুল
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল
ফোন : ০১৭৬১৭৩২০০০

অধ্যক্ষ
কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল
বানিয়ারচর, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ
ফোন: ০১৭১৩৩৮৪১০৬/০১৭৫৮৬৪৯১৯৯

অধ্যক্ষ
ব্রাদার ফ্লেভিয়ান টেকনিক্যাল স্কুল
শাহমিরপুর, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম
ফোন: ০১৭১৩৩৮৪১০৩

অধ্যক্ষ
কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল
আকনপাড়া, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
ফোন : ০১৭১৩৩৮৪১০৭

অধ্যক্ষ,
ব্রাদার ডোনাল্ড টেকনিক্যাল স্কুল
কমলাপুর, সাভার, ঢাকা,
ফোন : ০১৬২১৯৪৯১৭২

অধ্যক্ষ,
কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল
বনপাড়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর
ফোন : ০১৭১৩৩৮৪১০৮

অধ্যক্ষ
শহীদ ফাদার লুকাশ টেকনিক্যাল স্কুল,
দিনাজপুর
ফোন : ০১৭১৩৩৮৪১০৫

অধ্যক্ষ
কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল
ইছবপুর, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
ফোন : ০১৯৮০০০৮৪৪৩

অধ্যক্ষ
বয়রা টেকনিক্যাল স্কুল
রায়েরমহল, বয়রা, খুলনা
মোবাইল : ০১৭১২৯৩১৬৪৩

ট্রেনিং ইন্চার্জ
ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার
ওসমানপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর
ফোন: ০১৭২৪৩৯২৬৬৪

সিবি-এমটিটিপি

টেকনিক্যাল অফিসার
কারিতাস বরিশাল অঞ্চল
সাগরদি, বরিশাল-৮২০০
ফোন : ০১৭১৯৯০৯৪৮৬

টেকনিক্যাল অফিসার
কারিতাস খুলনা অঞ্চল
রূপসা ষ্ট্রান্ড রোড, খুলনা-৯১০০
ফোন : ০১৭১৮৪০৪৩৮২

এসিসট্যান্ট এমপ্লয়মেন্ট প্রমোশন এন্ড ট্রেনিং অফিসার
কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল
ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ-২২০০
ফোন : ০১৭১৫৫০১৩৯৬

টেকনিক্যাল অফিসার,
কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল
পো:অ: বক্স.১৯, রাজশাহী-৬০০০
ফোন : ০১৭১৬৭৪৯৬৯৪

টেকনিক্যাল অফিসার
কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল
পো: অ: বক্স.৮, দিনাজপুর-৫২০০
ফোন : ০১৭১২৫৬৭৩৪৪

এসিসট্যান্ট এমপ্লয়মেন্ট প্রমোশন এন্ড ট্রেনিং অফিসার
কারিতাস সিলেট অঞ্চল
সুরমাগেট, খাদিমনগর
সিলেট-৩০০৩
ফোন: ০১৮১৮১৩৮১৬৪

কারিতাস কেন্দ্রিয় অফিস

প্রজেক্ট অফিসার, সিবি-এমটিটিপি
মোবাইল: ০১৯৮০০০৮৫৮৬

ইনচার্জ, সিটিএসপি
মোবাইল: ০১৭১৬৮৩১৪১২

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট - কারিগরি শিক্ষার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

বিজ্ঞ/১৬৬/২৩

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশ একটি জাতীয় পর্যায়ের স্থানীয় অলাভজনক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, যা সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) দ্বারা (নিবন্ধন নং ০০০৩২-০০২৮৬-০০১৮৪ তারিখ ১৬ মার্চ, ২০০৮) নিবন্ধনের মাধ্যমে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ হতে কারিতাস বাংলাদেশ, প্রোগ্রাম অংশীদারদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকাগুলোতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু করে। এই প্রতিষ্ঠানের ঢাকা অঞ্চলের আওতাধীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে জরুরী ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ ও প্যানেল তৈরীর জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। প্রার্থীর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শর্তাবলী সমূহ নিম্নরূপঃ

পদের বিবরণ ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা	অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতা
১) পদের নাম : এরিয়া ব্যবস্থাপক (সিএমএফপি) **পদ সংখ্যা :** ০১ টি **বয়স :** ৩০-৩৫ বছর (৩১/০৫/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতকোত্তর পাস। **বেতন :** শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা। **কর্মস্থল :** মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর জেলাধীন সিরাজদিখান, লৌহজং, নবাবগঞ্জ, রূপগঞ্জ, এবং কালীগঞ্জ এরিয়া। **যোগাযোগ দক্ষতা :** মৌখিক এবং লিখিত উভয় ক্ষেত্রেই ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। কম্পিউটার সম্পর্কিত দক্ষতা : ইন্টারনেট, কম্পিউটারে MS Office (MS Word, Excel, Power Point ইত্যাদি) পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে।	• গ্রাম/প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থান করে দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • যেকোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে উল্লিখিত পদে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কমপক্ষে ০৫ বছর কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন প্রার্থীগণ এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। • এরিয়া আওতাভুক্ত পাঁচ থেকে ছয়টি শাখা অফিসের কার্যক্রম মনিটরিং করা, আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা, লাভজনকভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা, তহবিল ব্যবস্থাপনা করা, কর্মসূচীর বিভিন্ন পরিকল্পনা ও বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা ও শাখার সকল কর্মী ও কর্মকর্তাদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করার কাজে দক্ষ হতে হবে। • দক্ষতার সাথে শাখা অফিসের যাবতীয় লেনদেন এবং হিসাব-নিকাশ সম্পাদনে সক্ষম হতে হবে। শাখা অফিসের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুতে দক্ষতা থাকতে হবে। • আঞ্চলিক, কেন্দ্রীয় অফিস, নির্বাচিত স্থানীয় জন-প্রতিনিধি, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, উপজেলা কর্মকর্তা এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় করে কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। • মোটর সাইকেল চালানো বাধ্যতামূলক। মোটর সাইকেলের বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।
২) পদের নাম ঃ শাখা ব্যবস্থাপক (সিএমএফপি) **পদ সংখ্যা ঃ** ০১ টি **বয়স ঃ** ২৮-৩৫ বছর (৩১/০৫/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্নাত্মক পাস। **বেতন ঃ** শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ২৩,০০০/- (তেইশ হাজার) টাকা। **কর্মস্থল ঃ** মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর জেলাধীন সিরাজদিখান, লৌহজং, শ্রীনগর, নবাবগঞ্জ, রূপগঞ্জ, আড়াইহাজার, কাপাসিয়া এবং কালীগঞ্জ উপজেলা। কম্পিউটার সম্পর্কিত দক্ষতা ঃ ইন্টারনেট, কম্পিউটারে MS Office (MS Word, MS Excel) পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে।	• গ্রাম/প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থান করে দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • যেকোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে উল্লিখিত পদে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কমপক্ষে ০৩ বছর কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন প্রার্থীগণ এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। • দক্ষতার সাথে শাখা অফিসের দায়িত্বসমূহ পালনে সক্ষম হতে হবে। শাখা অফিসের যাবতীয় লেনদেন এবং হিসাব-নিকাশ সম্পাদনে সক্ষম হতে হবে। • ক্ষুদ্র ঋণ কাজের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়নে দক্ষতা থাকতে হবে। • শাখা অফিসের আওতাধীন ৫-৬ জন কর্মী পরিচালনায় সক্ষমতা/দক্ষতা থাকতে হবে। • মোটর সাইকেল চালানো বাধ্যতামূলক। মোটর সাইকেলের বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।

সুবিধাদিঃ চাকুরী স্থায়ীকরণের পর সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ইন্স্যুরেন্স স্কীম, হেল্‌থ কেয়ার স্কীম এবং বৎসরে দু'টি বোনাস প্রদান করা হবে।

আবেদনের শর্তাবলী :

১. আঞ্চলিক পরিচালক বরাবর আবেদনের জন্য আবেদন পত্রে যে সকল বিষয়গুলো অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে : ক) প্রার্থীর নাম খ) পিতার নাম /স্বামীর নাম গ) মাতার নাম ঘ) জন্ম তারিখ ঙ) বর্তমান ঠিকানা/যোগাযোগের ঠিকানা চ) স্থায়ী ঠিকানা ছ) মোবাইল নম্বর জ) ই-মেইল এডড্রেস ঝ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঞ) ধর্ম ট) জাতীয়তা ঠ) বৈবাহিক অবস্থা ড) চাকুরীর অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত বিবরণ- প্রতিষ্ঠানের নাম, পদবী, চাকুরীর সময়কাল, অফিসের ঠিকানা ঢ) রেফারেন্স (দুইজন ব্যক্তি)- বর্তমান ও পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, কর্মরত তত্ত্বাবধায়কের নাম, পদবী, ই-মেইল এডড্রেস ও মোবাইল নম্বর আবেদনে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

২. আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদপত্রের অনুলিপি, অভিজ্ঞতার সনদপত্র, জাতীয় পরিচয় পত্র (NID), হালনাগাদকৃত বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সের কপি, চারিত্রিক সনদ পত্র ও সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে। নির্বাচিত প্রার্থীকে যোগদানের পূর্বে বর্তমানে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র জমা দিতে হবে।

৩. কারিতাসে চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদন করার দরকার নাই। ধুমপান ও নেশা দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই।

৪. এরিয়া ব্যবস্থাপক (সিএমএফপি) ও শাখা ব্যবস্থাপক (সিএমএফপি) পদের ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের উপযুক্ত মূল্যের 'নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে' প্রার্থীর এলাকার ও পরিচিত দুই জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে 'নির্বাচিত ব্যক্তি কর্তৃক আর্থিক অনিয়ম সৃষ্টি হলে তার দায় বহন করতে সম্মত রয়েছেন'- এ মর্মে লিখিত অঙ্গীকার প্রদান করতে হবে। কাজে যোগদানের পূর্বে নির্বাচিত প্রার্থীকে জামানত হিসেবে, শাখা ব্যবস্থাপক পদের জন্য ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা এবং এরিয়া ব্যবস্থাপক পদের জন্য ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা জমা দিতে হবে, যা চাকুরী শেষে সুদসহ ফেরতযোগ্য।

৫. উল্লিখিত সকল পদের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীকে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র কারিতাস ঢাকা আঞ্চলিক অফিসে জমা রাখতে হবে।

৬. নির্বাচিত প্রার্থীকে ৬ (ছয়) মাস শিক্ষানবীশকাল হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে তবে প্রয়োজনে আরও ০৩ (তিন) মাস বাড়ানো যেতে পারে। শিক্ষানবীশকাল সন্তোষজনক সমাপনান্তে স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হবে এবং সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী বেতন/ভাতাদি প্রদান করা হবে।

৭. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের বর্তমান ঠিকানায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে।

৮. ব্যক্তিগত যোগাযোগকারী বা কারোর মাধ্যমে সুপারিশকৃত প্রার্থীগণ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৯. আবেদনপত্র আগামী ৩১/০৫/২০২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ডাকযোগে/ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পৌছাতে হবে। সরাসরি কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। পদের নাম খামের উপর স্পষ্ট করে লিখতে হবে। ত্রুটিপূর্ণ/ অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ র্দশানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

১০. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.caritasbd.org ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

কারিতাস বাংলাদেশ সকল ব্যক্তির মর্যাদা এবং অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশেষভাবে, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠির মর্যাদা ও অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানে সর্বদা দায়বদ্ধ থাকতে সচেষ্ট। কারিতাস বাংলাদেশের বিভিন্ন কার্যক্রমে সকল প্রকল্প অংশগ্রহণকারী, শিশু, যুবা ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের সুরক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েই বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। কারিতাস বাংলাদেশের কোন কর্মী, প্রতিনিধি, অংশীদারীদের দ্বারা শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের যে কোন ধরণের ক্ষতি, যৌন নির্যাতন, যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন ও শোষণমূলক কর্মকান্ড সংঘঠিত হলে তা কারিতাস বাংলাদেশের শূণ্য সহ্য নীতিমালায় (Zero Tolerance) বর্ণিত শাস্তির আওতাভূক্ত হবে।

আবেদনের ঠিকানা
আঞ্চলিক পরিচালক
কারিতাস ঢাকা অঞ্চল
১/সি, ১/ডি, পল্লবী, সেকশন-১২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

"Caritas Bangladesh is an Equal opportunity employer"

বিজ্ঞ/১৬৮/২৩

অনন্ত যাত্রার ৬ষ্ঠ বছর

"তুমি রবে নিরবে হৃদয়ে মম"

প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা সমর লুইস ডি'কস্তা
জন্ম : ১২ জুন, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২১ মে, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
ভেটুর, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, গাজীপুর

সময়ের আবর্তনে দেখতে দেখতে পাঁচটি বছর পেরিয়ে গেল তুমি আমাদের মাঝে নেই। নয়ন সম্মুখে তুমি নেই তবুও তোমার স্মৃতি ঘিরে আছে আমাদের সর্বক্ষণ। আজও আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করছি তোমার শূন্যতা। তোমার শূন্যতা প্রতিনিয়ত আমাদের বেদনাপ্লুত করে রাখে। একদিন কিংবা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারিনি তোমায়। হয়তো ব্যস্ততার কারণে কিংবা বাস্তবতার কারণে তোমার কবরে যেতে পারিনা। কিন্তু তুমি আছ আমাদের হৃদয়ে মণিকোঠায়, জীবনের ভাজে ভাজে, স্মৃতির আঙ্গিনায়। তোমার স্মৃতি অশ্রুসিক্ত নয়ন আমাদের, ভারাক্রান্ত মন। ব্যক্তি জীবনে তুমি ছিলে সৎ, নীতিবান, স্পষ্টভাষী এবং একজন উদার চিত্তের মানুষ, সেইসাথে একজন আদর্শ ও সার্থক পিতা। তোমার অপরিসীম ভালোবাসা, স্নেহ-যত্ন সর্বোপরি তোমার নীতি-আদর্শ ও দিক নির্দেশনাই আমাদের নিত্য দিনের চলার পথের পাথেয়।

তোমারই আত্মার শান্তি কামনায় –
মেয়ে ও মেয়ে জামাই, ছেলে-ছেলে বৌ
নাতি-নাতনীরা : উইলিয়াম, হ্যারী, জুমিক, জয়ত্রী, আদৃত ও এড্রিলা।

বিজ্ঞ/১৭২/২৩

"মরণ সে তো শেষ নয়, ভক্ত প্রাণের নেইতো ক্ষয়। জীবন যাদের পুণ্যে ভরা সবার তরে মরে যারা, উঘর প্রাণের বিনিময়ে তাঁরাই বেঁচে রয়"

প্রয়াত বার্ণার্ড গমেজ
আগমন: ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান: ৪ জুলাই, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত সবিতা আগ্নেস কস্তা
আগমন: ৮ জানুয়ারি, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান: ১৬ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রিয় বাবা ও মা,

নিয়তির বর্ষ পরিক্রমায় তোমাদের চিরবিদায়ের দিনটি প্রতিবছর এসে হাজির হয় আমাদের দ্বার প্রান্তে, হৃদয় গভীরে আরো বেশি করে অনুভব করি তোমাদের অনুপস্থিতির নিষ্ঠুর শূণ্যতা। হাজারো মানুষের ভিড়ে আজও খুঁজি তোমাদের সেই আগলে রাখা ভালোবাসাপূর্ণ মুখগুলো। প্রতিদিন ভোর হয়, জেগে উঠি সবাই কিন্তু তোমাদের তো আর জাগাতে পারলাম না! অনন্ত ঘুম তোমাদের সঙ্গী হলো। আমাদের জীবনে তোমরা ছিলে বটবৃক্ষের ছায়া, নিরাপদ আশ্রয়স্থল, জীবনাদর্শের উৎস, ভালোবাসার খনি। মৃত্যু জীবনের শেষ নয়, অনন্ত জীবনে প্রবেশদ্বার মাত্র, স্বর্গ থেকে আমাদের সকলের জন্য আশীর্বাদ করো, যেন তোমাদের রেখে যাওয়া খ্রিস্ট-বিশ্বাস, ভালোবাসা ও জীবনাদর্শে নিত্যদিন পথ চলতে পারি। পুনরুত্থানের আনন্দে অনন্তকাল পরম শান্তিতে থেকো পরম পিতার কোলে। আদর্শে, বিনম্র শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় বেঁচে থেকো আমাদের সকলের হৃদয় মন্দিরে চিরকাল।

তোমাদের রেখে যাওয়া শোকাহত–
ফুলমতি-রাণী-ফা: তপন-রিপন-রুণা, সি: রোজেন SMRA, চন্দন-লাকী-নিশীতা-নীলা, রঞ্জন-মমতা-কলিন্স-প্রিয়াংকা, ব্রাদার নির্মল CSC, কল্পনা-স্বপন-পুঁজা-কেয়া-কান্তা, লিটন-নীলা-অন্তর-জয়িতা এবং অপরাপর আত্মীয়, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষি সকলে।

বিজ্ঞ/১৭৩/২৩

বর্ষ ৮৩ ❖ সংখ্যা - ১৭
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 17
Regd. No. DA-33
❖ 21 - 27 May, 2023, ৭ - ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
BOOK POST

উইলিয়াম কেরী ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
William Carey International School

Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School

(An Exclusive English Medium School)
Govt. Reg. No. 23/English (EIIN: 903421

Session 2023-2024

(Play Group to O & A Level

July 2023 to June 2024

ADMISSION Going On 2023-2024

Dhaka Campus
(Play Group to STD-X

Savar Campus
(Play Group to STD-VIII

- Limited Seats.
- Wide playground.
- Standby Power Supply.
- School Vehicle Available.
- Computer, Multimedia, Internet Etc.

Our Facilities

- Extra Curricular Activities.
- Special Care For Slow Learners.
- Air Conditoned Classrooms.
- Secured With CCtv Camera.
- Use of Modern Teaching Metholodgy

Dhaka Campus: Bangladesh Baptist Church
70-D/1, Indira Road, (West Razabazar) Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207
Contact: +88 02 222246708, 01989-283257

Savar Campus: YMCA International Building
B-2 Jaleswar, Near Radio Colony Bus Stand, Savar, Dhaka
Cell: 01709-127850, 01709-091205

Train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart it. Provers 22:6

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org